বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

Competition for growth

Bangladesh
Competition
Commission

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
www.ccb.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ প্রণয়ন কমিটি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : **মোঃ মফিজুল ইসলাম**
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : **জি. এম. সালেহ উদ্দিন**
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

সভাপতি : **মোঃ খালেদ আবু নাছের**
পরিচালক

সদস্য : **নূর মোহাম্মদ মাসুম**
পরিচালক

সদস্য : **মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা**
উপসচিব

সদস্য : **মোঃ জসিম উদ্‌দীন**
উপপরিচালক

সদস্য : **মোঃ মাহবুব আলম**
উপপরিচালক

সদস্য : **আনোয়ার-উল-হালিম**
উপপরিচালক

সদস্য : **সারাওয়াত মেহজাবীন**
উপপরিচালক

সদস্য সচিব : **আতিকুল ইসলাম**
উপপরিচালকের দায়িত্বে

যোগাযোগ : **মোঃ কবীরুল হাসান**
সচিব
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
ফোন: ০২-৫৮৩১৫৪৮৫

প্রকাশক : **বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন**

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
মুদ্রণ :

‘‘মুজিব বর্ষের প্রতিশ্রুতি
প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার উন্নতি’’

বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী

মুজিব
শতবর্ষ
MUJIB
100

Competition for growth
Bangladesh
Competition
Commission

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

টিপু মুনশি, এম পি
বাণিজ্য মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ উত্তরনের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুষম ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য প্রধান চালিকা শক্তি। মূলতঃ দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত ও নিশ্চিত করা এবং তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আমাদের সরকার ২০১২ সালে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন এবং ২০১৬ সালে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে। মার্চ ২০২০ সন থেকে পূর্ণাঙ্গ কমিশন কাজ শুরু করেছে।

প্রতিযোগিতা আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে বাজার থেকে সকল প্রকার সিন্ডিকেট ও কার্টেল নির্মূল হবে এবং ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। পাশাপাশি দেশে বিনিয়োগ বাড়বে, পণ্য ও সেবায় নতুন নতুন উদ্ভাবন ঘটবে, উদ্যোক্তাগণ উৎসাহী হবেন, দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

দীর্ঘ সময়ব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে অন্যান্য দপ্তর সংস্থার ন্যায় কমিশনের কার্যক্রম কিছুটা বাধাগ্রস্ত হলেও কমিশনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ইহার কার্যক্রম দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে এবং বাজারে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ সময়ে কমিশন রাজধানীসহ বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে অনেকগুলো সভা-সেমিনার করেছে। কমিশন UNCTAD, OECD, ICN সহ বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে ভার্চুয়াল সভা সেমিনারের মাধ্যমে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় জোরদার করেছে এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সরকারকে নীতি-সহায়ক পরামর্শ দিয়েছে। কমিশন নিজস্ব জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে, কয়েকটি প্রবিধানমালার খসড়া চূড়ান্ত করেছে, কয়েকটি মামলার আদেশ/রায় প্রদান করেছে, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছে এবং দুটি গবেষণা কাজ সমাপ্ত করেছে। আমি এজন্য কমিশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য সরকার সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত একটি প্রকল্প সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে, যা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সর্বোপরি, মুজিব শতবর্ষে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের অগ্রযাত্রায় বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড নির্মূলে কমিশনের সাহসী ভূমিকা প্রত্যাশা করছি।

আমি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

টিপু মুনশি, এম পি

সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা-১০০০

বাণী

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। দেশের ক্রমবিকাশমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়ন করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতার পরিবেশ বিনষ্টকারী কর্মকান্ড যেমন- ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি ও অলিগোপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা বা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার ইত্যাদি প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল এ আইনের মূল লক্ষ্য। আইনের বিধান অনুযায়ী সরকার ২০১৬ সালে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে।

বাজার ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যে প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বজায় থাকলে পণ্য এবং সেবার মান ও মূল্য উভয়ই ভোক্তাবান্ধব হয়। পাশাপাশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং নতুন উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

নবগঠিত কমিশনের প্রয়োজনীয় বিধি বিধান প্রণয়ন, তথ্য ভান্ডার স্থাপন, দক্ষ জনবল তৈরী, বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা কমিশনের সঙ্গে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কমিশনকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ জনিত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে ওয়েবিনারে উত্তম চর্চা বিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, রাজধানীসহ বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে কমিশনের এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম, বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা পরিপন্থি সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা কার্যক্রম পরিচালনা, কয়েকটি মামলার রায় প্রদান এবং নিজস্ব জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

কোভিড-১৯ এর কারণে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও আমদানি-রপ্তানিতে সৃষ্ট বিপর্যস্ততা দ্রুত কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এ সাফল্যের পেছনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত, মাননীয় মন্ত্রীর সার্বক্ষণিক তদারকি ও দিকনির্দেশনা এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থা সমূহের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অবদান অনস্বীকার্য।

পরিশেষে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে যথাযথভাবে কমিশনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হবে, মুজিব শতবর্ষে এ প্রত্যাশা করছি।

আমি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

(তপন কান্তি ঘোষ)

Competition for growth
Bangladesh
Competition
Commission

চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

বাণী

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ প্রণয়ন এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে। বাজারে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি ও অলিগোপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলের লক্ষ্যে কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা একটি শক্তিশালী ও কার্যকর হাতিয়ার। যে কোনো দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন দেশের গবেষণালব্ধ ফলাফল অনুযায়ী বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জিডিপিতে ২-৩% প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় থাকলে বাজার ব্যবস্থায় পণ্য ও সেবার উৎপাদনে সম্পদের সর্বোত্তম ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হয়, পণ্য এবং সেবার মূল্য ও মান ভোক্তাবান্ধব হয়, উদ্ভাবনী ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত হয় এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

চলমান কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যেও কমিশন দীর্ঘপ্রত্যাশিত নিজস্ব জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে, রাজধানীসহ বিভাগীয় ও জেলা শহরে সফলভাবে বেশ কয়েকটি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করেছে, কয়েকটি মামলার রায় প্রদান করেছে, অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজ শুরু করেছে, দুটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে, তিনটি প্রবিধানমালার খসড়া চূড়ান্ত করেছে এবং UNCTAD, OECD, ICN সহ বিভিন্ন দেশ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওয়েবিনারের মাধ্যমে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রণয়নকৃত কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করি। এজন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় সহ অন্যান্য সহকর্মীগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সমগ্র বিশ্বে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ছোঁয়ায় ডিজিটাল অর্থনীতি ধারনাটি ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে ডিজিটাল অর্থনীতির পরিধি ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেড়েছে। এক্ষেত্রে, প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডের বিষয়টি কমিশনের কাছে একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ICT বিভাগ, বিভিন্ন ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা কমিশনের সাথে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে এসংক্রান্ত কর্মকান্ড প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণের কাজ শুরু করেছে।

আইনের বিধান অনুযায়ী কমিশন প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিযোগিতা আইন সম্পর্কিত সম্যক ধারণা প্রদানের পাশাপাশি কমিশনের গঠন, কাঠামো, কর্মপরিধি, কর্মবিন্যাস, সম্পাদিত কাজ ও সম্ভাব্য করণীয়, কমিশনের অর্জন, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরনের উপায় তুলে ধরা হয়েছে।

মুজিব বর্ষে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা পরিপন্থি কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কমিশনকে কার্যকর ও গতিশীল করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতার জন্য মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল সহকর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোঃ মফিজুল ইসলাম)

Competition for growth
Bangladesh
Competition
Commission

সদস্য
এ্যাডভোকেসি, পলিসি ও
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

মুখবন্ধ

সরকার ২০১২ সনে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী গঠিত কমিশন একটি বিচারিক ক্ষমতাসম্পন্ন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। সরকার কর্তৃক ২০১৬ সনের এপ্রিল মাসে চেয়ারপার্সন এবং জুলাই মাসে দুজন সদস্য নিয়োগের মাধ্যমে কমিশনের যাত্রা শুরু হয়। মার্চ ২০২০ থেকে একজন চেয়ারপার্সন ও ০৪ জন সদস্য সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর ৩৯ ধারা অনুযায়ী কমিশন প্রতি অর্থবছরের বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন আকারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করে থাকে। পূর্বের ধারাবাহিকতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে আইন প্রণয়নের প্রেক্ষাপট, আইনের উল্লেখযোগ্য ধারা ও বৈশিষ্ট্য, কমিশনের গঠন, কাঠামো ও কার্যাবলী, অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও করণীয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

দেশের সুষম ও টেকসই উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য। বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডের মাধ্যমে কতিপয় অসাধু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পণ্য ও সেবা থেকে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ নিয়ে থাকে। বাজারকে ব্যবসা-বান্ধব ও ভোক্তা-বান্ধব করার লক্ষ্যে কমিশন সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে অন্যান্য দপ্তর সংস্থার ন্যায় কমিশনের কার্যক্রম কিছুটা বাধাগ্রস্থ হলেও কমিশনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ইহার কার্যক্রম দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে এবং বাজারে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ সময়ে কমিশন নিজস্ব জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে, রাজধানীসহ বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ০৮ টি অবহিতকরণ সেমিনার করেছে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সারাদেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে ০৩ টি সভা করেছে। এছাড়া কমিশন ০৩ টি প্রবিধানমালার খসড়া চুড়ান্ত করেছে, ০৩ টি মামলার আদেশ/রায় প্রদান করেছে, ১১ টি মামলার শুনানী চলছে, ১৪ টি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছে এবং বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা ও চামড়ার বাজার বিষয়ে দুটি গবেষণা কাজ সমাপ্ত করেছে।

কমিশন UNCTAD, OECD, ICN সহ বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা কমিশনের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ভার্চুয়াল সভা-সেমিনারের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত সমসাময়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি কোভিড-১৯ জনিত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত কর্মকৌশল বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছে। কমিশন UNCTAD ছাড়াও ০৮ টি বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা কমিশনের বিদ্যমান আইন পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের জন্য অনুসরণযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় চিহ্নিত করেছে।

কমিশন অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন এবং কমিশনের নিজস্ব জনবলের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম শুরু করেছে। বর্তমান ও আগামীর চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস, বিভিন্ন পণ্য ও সেবার তথ্য ভান্ডার তৈরী এবং অনুসন্ধান ও তদন্ত গাইডলাইন প্রণয়নের কাজও শুরু হয়েছে। UNCTAD এর সহযোগিতায় আইনের Peer Review এর কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেই Japan Fair Trade Commission (JFTC) এবং Korea Fair Trade Commission (KFTC) এর সঙ্গে কমিশনের সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনের সঙ্গেও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

প্রতিযোগিতা আইনের সুফল লাভের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের সর্বত্র প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে দেশব্যাপী ব্যাপক এ্যাডভোকেসী ও প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। বৈশ্বিক উত্তম চর্চা এবং নতুন নতুন কর্মকৌশলগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। প্রচলিত ব্যবসা বাণিজ্যের পাশাপাশি ক্রমবিকাশমান ই-কমার্স খাতে নতুন নতুন উপায় ও কৌশলের মাধ্যমে সংঘটিত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডসমূহ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কমিশনের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। “Strengthening of the Bangladesh Competition Commission” শীর্ষক প্রকল্পটি কমিশনের চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য কমিশনের অনেক সহকর্মী কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতিতেও নিরলসভাবে কাজ করেছেন। আমি সকল সহকর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জি.এম. সালেহ উদ্দিন

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
	হস্তান্তরপত্র	১৩
	প্রথম অধ্যায়	১৫
	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২	১৫
১.১	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট	১৫
১.২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর সাংবিধানিক ভিত্তি	১৫
১.৩	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর লক্ষ্য	১৫
১.৪	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ	১৬
১.৫	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এ দন্ড, রিভিউ ও আপিল	১৭
১.৬	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ	১৮
	দ্বিতীয় অধ্যায়	১৯
	কমিশন সংক্রান্ত	১৯
২.১	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা	১৯
২.২	কমিশনের রূপকল্প ও উদ্দেশ্য	১৯
২.৩	কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৯
২.৪	কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও সচিব নিয়োগ	২০
	তৃতীয় অধ্যায়	২২
	অর্থনৈতিক উন্নয়নে কমিশনের ভূমিকা ও প্রভাব	২২
৩.১	প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব	২২
৩.২	গবেষণার ফলাফল	২৩
	চতুর্থ অধ্যায়	২৪
	বিভাগ ভিত্তিক কার্যক্রম	২৪
৪.১	প্রশাসনিক কার্যক্রম	২৫
৪.১.১	কমিশনের সভা	২৫
৪.১.২	কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	২৫
৪.১.৩	কমিশনের কর্মচারী	২৬
৪.১.৪	কমিশনের আউটসোর্সিং কর্মচারী নিয়োগ	২৭
৪.১.৫	কমিশনের স্থায়ী জনবল নিয়োগ: প্রশাসনিক কার্যক্রম	২৭
৪.১.৬	প্রশিক্ষণ	২৬
৪.১.৭	মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল	২৮
৪.১.৮	তিন বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	২৯
৪.১.৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নবযোগদানকৃত সচিব মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা	২৯
৪.২	কমিশনের আর্থিক কার্যক্রম	২৯
৪.২.১	বাজেট বরাদ্দ	২৯
৪.২.২	ক্রয় কার্যক্রম	৩০
৪.২.৩	অডিট	৩০

পঞ্চম অধ্যায় ৩১

এ্যাডভোকেসি, পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ ৩১

৫.১ **এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম** ৩১
৫.১.১ সেমিনার/কর্মশালা/মতবিনিময় সভা ৩১
গণমাধ্যমকর্মীদের অংশগ্রহণে অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন ৩১
ডিজেএফবি এর সাংবাদিকগণের অংশগ্রহণে অবহিকরণ কর্মশালা আয়োজন ৩২
জাতির পিতার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ৩৩
জেলা প্রশাসক গোপালগঞ্জ এর সম্মেলন কক্ষে অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজন ৩৩
ময়মনসিংহে বিভাগীয় পর্যায়ের অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজন ৩৪
মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা ৩৫
সিলেট জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় পর্যায়ের অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজন ৩৫
চট্টগ্রাম বিভাগীয় সেমিনার (ভার্চুয়ালি) আয়োজন ৩৭
চীনের প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আলিবাবাকে দণ্ডারোপ বিষয়ক কর্মশালা ৩৯
কমিশন এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মধ্যে মতবিনিময় ৩৯
৫.১.২ প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারিত গণবিজ্ঞপ্তিসমূহ ৪০
৫.১.৩ ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার ৪০
৫.১.৪ টেলিভিশন টকশোতে অংশগ্রহণ ৪০
৫.১.৫ রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন ৪১
৫.১.৬ প্রতিযোগিতা সাময়িকী প্রকাশ ৪২
৫.১.৭ “Competition Law Regime in Bangladesh” শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ ৪৩
৫.২ **পলিসি বিশ্লেষণ** ৪৪
৫.২.১ UNCTAD Model Law on Competition ৪৪
৫.২.২ Anti-monopoly Law of the People’s Republic of China, 2007 ৪৪
৫.২.৩ Competition and Consumer Act 2010 (Australia) ৪৪
৫.২.৪ Competition Act, 1998 (South Africa) ৪৪
৫.২.৫ The Competition Act, 2002 (India) ৪৪
৫.২.৬ Monopoly Regulation and Fair Trade Act, 1980 (South Korea) ৪৫
৫.২.৭ Competition Act, 1998 (United Kingdom) ৪৫
৫.২.৮ Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade (Act No. 54 of April 14, 1947) of Japan ৪৫
৫.৩ **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক** ৪৬
৫.৩.১ প্রতিযোগিতা পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিক সংস্থা ৪৬
৫.৩.২ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কার্যক্রম ৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায় ৫১

ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ ৫১

৬.১ নিত্যপণ্যের বাজারে সম্ভাব্য কার্টেল প্রতিরোধের লক্ষ্যে আয়োজিত সভা ৫১
৬.২ প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তি ৫২
৬.৩ বাজার গবেষণা ৫২
৬.৪ ডাটাবেইজ তৈরি/প্রণয়ন ৫৩

৬.৫ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রণয়ন ৫৩

সপ্তম অধ্যায় ৫৪

আইন ও বাস্তবায়ন বিভাগের কার্যক্রম ৫৪

৭.১ দায়েরকৃত এবং স্ব-প্রণোদিতভাবে আনীত মামলার বিবরণ ৫৪
৭.১.১ দায়েরকৃত এবং স্ব-প্রণোদিত মামলা ৫৪
৭.১.২ মামলা নিষ্পত্তি ৫৪
৭.১.৩ অন্তর্বতীকালীন আদেশ (ধারা ১৯ অনুসারে) ৫৫
৭.১.৪ নিষ্পত্তিকৃত গুরুত্বপূর্ণ মামলার সিদ্ধান্ত ৫৬
৭.২ রিট পিটিশন সংক্রান্ত মামলার কার্যক্রম ৫৭
৭.৩ বিধিমালা ও প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন ও উহা চূড়ান্তকরণ ৫৯
৭.৩.১ বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্র ৫৯
৭.৩.২ প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষেত্র ৬০
৭.৩.৩ প্রণীত বিধিমালা ৬০
৭.৩.৪ কমিশন কর্তৃক চূড়ান্তকৃত খসড়া প্রবিধানমালা ৬০
৭.৩.৫ কমিশন কর্তৃক পরীক্ষাধীন বিধিমালা ও প্রবিধানমালা ৬০
৭.৪ কমিশন এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মধ্যে মতামত বিনিময় ৬১

অষ্টম অধ্যায় ৬২

অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগ ৬২

৮.১ অনুসন্ধান কার্যক্রম ৬২
৮.২ তদন্ত কার্যক্রম ৬৩
৮.৩ অন্যান্য কার্যক্রম ৬৫
৮.৩.১ গোয়েন্দা ইউনিট ও গোয়েন্দা সেল গঠন ৬৫
৮.৩.২ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/কর্মসূচি ৬৫
৮.৩.৩ অনুসন্ধান ও তদন্ত গাইডলাইন প্রণয়ন ৬৫

নবম অধ্যায় ৬৬

কমিশনের অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও করণীয় ৬৬

৯.১ কমিশনের অর্জন ৬৬
৯.২ চ্যালেঞ্জ ৬৬
৯.২.১ বিধিমালা-প্রবিধানমালা প্রণয়ন ৬৬
৯.২.২ দেশব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিযোগিতা সংস্কৃতি গড়ে তোলা ৬৬
৯.২.৩ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি ৬৭
৯.২.৪ তথ্য ভান্ডার স্থাপন ৬৭
৯.২.৫ ডিজিটাল অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড মোকাবিলা ৬৭
৯.২.৬ ফরেনসিক এনালিসিস, কার্যকর অনুসন্ধান ও তদন্ত টুলস প্রনয়ন ৬৭
৯.৩ করণীয় ৬৭

দশম অধ্যায় ৬৯

মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ৬৯

১০.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন ৬৯
১০.২ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের কর্মসূচী ৬৯
১০.৩ মুজিব কর্নার ৭০

একাদশ অধ্যায় ৭১

বিবিধ ৭১

১১.১ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ৭১
১১.২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও জিআরএস ৭১
১১.৩ কোভিড-১৯ সময়কালীন কমিশনের ভূমিকা/কার্যক্রম ৭১
১১.৪ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমের ক্রমপঞ্জি ৭২
এলবাম

হস্তান্তরপত্র

তারিখ: তারিখ বসবে

জনাব মোঃ আবদুল হামিদ
মহামান্য রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,
প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২-এর ৩৯ ধারায় অর্থবছর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কমিশন তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবে মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। সে অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আপনার কাছে উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। উল্লিখিত আইনের বিধান অনুসারে প্রতিবেদনটি মহান জাতীয় সংসদে সদয় উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজ, সরকার প্রদত্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত তথ্য এবং কমিশনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে কোনো বিভ্রান্তিমূলক কিংবা ভুল তথ্য সন্নিবেশিত হলে এবং পরবর্তীকালে সেটি উদঘাটিত হলে মহোদয়কে তা অবহিত করা হবে।

আমরা মহোদয়কে আশ্বস্ত করতে চাই যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত রাখবে।

গভীর শ্রদ্ধান্তে

মোঃ মফিজুল ইসলাম
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

জি. এম. সালেহ উদ্দিন
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ড. এ এফ এম মনজুর কাদির
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ছুটিতে দেশের বাহিরে
মোঃ আব্দুর রউফ
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

নাসরিন বেগম
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

প্রথম অধ্যায়

১. প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২

১.১ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ২০১২ সনে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন করে। প্রতিযোগিতামূলক বাজার হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। বাজার স্থিতিশীল থাকলে উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়।

বাজারকে অস্থিতিশীল করতে যে সকল অসাধু পন্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো একচেটিয়া (Monopoly) ব্যবসা। একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিরোধে স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে "Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and Prevention) Ordinance, 1970 (Ord. V of 1970)" প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ অধ্যাদেশটি বলবৎ থাকলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তেমন কোনো দৃশ্যমান কার্যক্রম গৃহীত হয়নি। ফলশ্রুতিতে বাজারে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সহ প্রতিযোগিতা বিরোধী অন্যান্য কর্মকান্ড বিস্তার লাভ করতে থাকে। এ সকল সমস্যা নিরসনে সরকার বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়নের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনে। পাশাপাশি দেশে সিভিল সোসাইটি ও ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়নের দাবি উত্থাপিত হয়।

এ পটভূমিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার বিগত ২১ জুন ২০১২ তারিখে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ২৩ নং আইন) প্রণয়ন করে। আইনটি ১৭ জুন, ২০১২ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়। উল্লেখ্য, পৃথিবীর ১৪০টিরও বেশী দেশে প্রতিযোগিতা আইন কার্যকর রয়েছে। দেশে বিনিয়োগ এবং দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা সহ প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ আইন একটি মাইলফলক।

১.২ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর সাংবিধানিক ভিত্তি

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর মূলভিত্তি মূলতঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। সংবিধানে অনুসৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং মৌলিক অধিকার বিষয়ক অনুচ্ছেদসমূহে অনুপ্রাণিত হয়েই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। সংবিধানে সরাসরি প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত কোনো অনুচ্ছেদ না থাকলেও কয়েকটি অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক সাম্য, সম্পদের সুষম বন্টন ও শোষণমুক্ত ন্যায়ানুগ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১০: "মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে"।

অনুচ্ছেদ ১৯ (২): "মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে"।

অনুচ্ছেদ ৪২ (১): "আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে"।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের এ সকল নির্দেশনা প্রতিযোগিতা আইনের সাংবিধানিক ভিত্তি।

১.৩ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর লক্ষ্য

প্রতিযোগিতা আইনের প্রস্তাবনায় এর লক্ষ্য বিধৃত রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করিবার, নিশ্চিত ও বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ (Collusion), মনোপলি (Monopoly) ও ওলিগপলি (Oligopoly) অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করা।

১.৪ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত আইন। বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে ন্যায়ভিত্তিক পরিবেশ তৈরীর ক্ষেত্রে এ আইনটি একটি মাইলফলক। কোম্পানী আইন, চুক্তিআইন, পন্য ক্রয়-বিক্রয় আইন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রভৃতি আইন বাংলাদেশে বিদ্যমান থাকলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, জোটবদ্ধতা, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার, অনৈতিক উদ্দেশ্যে বাজারে মনোপলি ও ওলিগপলি অবস্থার সৃষ্টি রোধ করার ক্ষেত্রে নীতিমালা বা আইনের অনুপস্থিতি ছিল। এ সকল অসাধু কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ/নির্মূল করার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনে মোট ৭টি অধ্যায় ও ৪৬টি ধারা রয়েছে। উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ধারা-১: আইনের শিরোনাম প্রর্বতন;

ধারা-২: সংজ্ঞা;

ধারা-৫-৭: কমিশনের প্রতিষ্ঠা ও গঠন: আইনের এ ধারাগুলোতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন এবং কমিশনের সদস্যগণের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কমিশনের সদস্যগণকে আইন, অর্থনীতি ও প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।

ধারা-৮: কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী: এ ধারায় কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে।

ধারা-৯: চেয়ারপার্সন ও সদস্যের অপসারণ: এ ধারায় সরকার কর্তৃক চেয়ারপার্সন বা কোনো সদস্যকে তার পদ হতে অপসারণের বিধান রাখা হয়েছে।

ধারা-১০: চেয়ারপার্সন ও সদস্যেগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি: এ ধারায় সরকার কর্তৃক চেয়ারপার্সন ও সদস্যদের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্ধারণের বিধান রাখা হয়েছে।

ধারা-১১: কমিশনের সভা: প্রতি ৪ মাসে কমিশনের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ প্রয়োজনে জরুরি সভা আহ্বান করা যাবে।

ধারা-১৫: এ ধারায় প্রতিযোগিতা বিরোধী বিভিন্ন চুক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

ধারা-১৬: এ ধারায় কর্তৃত্বময় অবস্থান (Dominant Position) এর অপব্যবহারের সংজ্ঞা প্রদানসহ উহা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ধারা-১৭-১৯: এ ধারাসমূহে অভিযোগ, তদন্ত, আদেশ ইত্যাদি বিষয়ক কার্যক্রম সর্ম্পকে বলা হয়েছে। ধারা-১৯ এ কমিশনকে অন্তবর্তীকালীন আদেশ জারির ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

ধারা-২০: প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি সম্পাদন বা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ ও পরিমাণ সর্ম্পকে বলা হয়েছে।

ধারা-২১: এ ধারায় প্রতিযোগিতার উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী জোটবদ্ধতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ধারা-২২: এ ধারায় বাংলাদেশের বাহিরে সংগঠিত প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কর্মকান্ডের বিষয়ে তদন্তের বিধান রয়েছে।

ধারা-২৪: কমিশনের আদেশ লজ্ঘনকারীকে এক বছর কারাদন্ড বা প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য অনধিক ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করার বিধান রয়েছে।

ধারা-২৮: এ ধারায় কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে কমিশনের পাওনা আদায়ের বিধান রাখা হয়েছে।

ধারা-২৯-৩০: কমিশনের আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রাপ্তির ৩০দিনের মধ্যে কমিশনের আদেশ পুনর্বিবেচনা অথবা সরকারের নিকট আপিল করার বিধান এ ধারাসমূহে বিধৃত করা হয়েছে।

ধারা-৩১: এ ধারায় কমিশনের তহবিল গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ধারা-৩৩: কমিশনের বার্ষিক বাজেট বিবরণী।

ধারা-৩৭: নীতিগত প্রশ্নে সরকার কর্তৃক কমিশনকে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।

ধারা-৩৯: বার্ষিক প্রতিবেদন: প্রতি অর্থ বছর সমাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে কমিশন পূর্ববর্তী অর্থবছরের কার্যাবলী সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন প্রদান করবে।

ধারা-৪০: কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও কর্মকর্তা কর্মচারী জনসেবক বলে গণ্য হবে।

ধারা-৪৩: বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা: সরকার এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

ধারা-৪৪ : প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা: আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

ধারা-৪৬ : এ আইন দ্বারা Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and Prevention) Ordinance,1970 (Ord.V of 1970) রহিত করে আইন প্রবর্তনের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রমের হেফাজত করা হয়েছে।

১.৫ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এ দণ্ড, রিভিউ ও আপিল

প্রতিযোগিতা আইনটি মূলত দেওয়ানী প্রকৃতির হলেও ক্ষেত্রবিশেষে ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহণের বিধানও রয়েছে।

(১) বাজারে প্রতিযোগিতা পরিপন্থি অনুশীলনগুলি যথাঃ যোগসাজশ (Collusion), মনোপলি (Monopoly) ও ওলিগপলি (Oligopoly) অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত যে কোনো এক বা একাধিক ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে:

(ক) কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান সমূহের বিগত ০৩(তিন) অর্থ বছরের গড় টার্নওভারের ১০% এর বেশী নয়, কমিশনের বিবেচনায় উপযুক্ত যে কোনো পরিমাণ প্রশাসনিক আর্থিক জরিমানা আরোপ করা যাবে;

(খ) কোনো কার্টেল সংঘটিত হলে উক্ত কার্টেলের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে উক্তরূপ চুক্তির ফলে অর্জিত মুনাফার ০৩(তিন) গুণ অথবা বিগত ০৩(তিন) অর্থ বছরের গড় টার্নওভারের ১০%, যা বেশী হয়, এরূপ প্রশাসনিক আর্থিক জরিমানা আরোপ করা যাবে;

(গ) (ক) এবং (খ)-তে উল্লিখিত পরিমাণ প্রশাসনিক আর্থিক জরিমানা প্রদানে কোনো ব্যক্তি ব্যর্থ হলে প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য অনধিক ০১(এক) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড প্রদান করা যাবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত এ আইনের অধীন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশনা, আরোপিত কোনো শর্ত বা বিধিনিষেধ বা প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত লংঘন করে তাহলে তা এ আইনের অধীনে একটি অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ০১(এক) বছর কারাদণ্ড বা প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য অনধিক ০১(এক) লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন;

(৩) চেয়ারপার্সন বা কমিশন হতে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রয়োগে কোনো ব্যক্তি বাধা প্রদান করলে বা প্রদত্ত কোনো নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ব্যক্তি অমান্য করলে তা এ আইনের অধীন একটি দণ্ডনীয় অপরাধ হবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ০৩(তিন) বছর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে;

(৪) কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কমিশনের আদেশ প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত আবেদন ফি প্রদানপূর্বক পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনের নিকট বা আপিলের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করতে পারবে;

(৫) পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে জরিমানাকৃত অর্থের ১০% কমিশনের নিকট এবং আপিলের ক্ষেত্রে ২৫% অর্থ সরকারের নিকট জমাদানপূর্বক আবেদন করা যাবে;

(৬) রিভিউ বা আপীলের ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত কারনে সময় বৃদ্ধির আবেদন ৩০(ত্রিশ) দিন পর্যন্ত বর্ধিত করা যাবে;

(৭) পুনর্বিবেচনা বা আপীলের ক্ষেত্রে শুনানীর সুযোগ না দিয়ে কোনো আদেশ সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা যাবে না;

(৮) আবেদন প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে পুনর্বিবেচনা বা আপীল নিষ্পত্তি করতে হবে;

(৯) পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত এবং আপীলের ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১.৬ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

(১) এ আইনের বিধানাবলী অন্যান্য আইনের কোনো বিধানের ব্যত্যয় না হয়ে তার অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে; তবে শর্ত থাকে যে, এ আইনের নির্দিষ্টকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং পূরনের ক্ষেত্রে আইনের বিধানাবলী আপাততঃ বলবৎ অন্যান্য আইনের বিধানাবলীর উপর প্রাধান্য পাবে;

(২) এ আইনের অধীন কমিশন একটি দেওয়ানী আদালত (Civil Court) বলে গণ্য হবে;

(৩) নিম্নবর্নিত বিষয়ে Code of Civil Procedure, 1908 (Act. V of 1908) এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে কমিশন বা, ক্ষেত্রমত চেয়ারপার্সন বা কোনো সদস্যও সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে, যথাঃ

(ক) কোনো ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ জারী করা ও উপস্থিতি নিশ্চিত করা;

(খ) কোনো দলিল উদঘাটন ও উপস্থাপন করা;

(গ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;

(ঘ) কোনো অফিস হতে প্রয়োজনীয় কাগজাদি বা তার অনুলিপি তলব করা;

(ঙ) সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ এবং দলিল পরীক্ষার জন্য নোটিশ জারী করা;

(চ) এ উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোনো বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৪) চেয়ারপার্সন বা কমিশন হতে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রয়োগে কোনো ব্যক্তি বাধা প্রদান করলে বা প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করলে দন্ডনীয় অপরাধ বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে;

(৫) কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জনসেবক (Public Servant) বলে গন্য হবেন;

(৬) এ আইন, বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা ও প্রবিধানমালার অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কাজের ফলে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তজ্জন্য কমিশনের কোনো সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাবে না;

(৭) তদন্তাধীন বিষয়ে কমিশন প্রয়োজনে অন্তর্বতীকালীন আদেশ দিতে পারবে;

(৮) জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত নয় এমন পণ্য এবং সেবা এ আইনের আওতা বহির্ভূত থাকবে;

(৯) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কমিশনের পাওনা সরকারি দাবী হিসেবে Public Demands Recovery Act, 1913 এর বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হবে;

(১০) এ আইনের অধীনে বাস্তবায়িত কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হবে। পরবর্তীতে বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের সানুগ্রহ নির্দেশনা প্রদান করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. কমিশন সংক্রান্ত

২.১ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৫ ও ৬ ধারায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। ধারা ৫ অনুযায়ী কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা; ধারা ৬ অনুযায়ী কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। কমিশন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ৫ ও ৬ ধারা নিম্নরূপ:

ধারা-৫। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর, যত শীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার পক্ষে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) কমিশনের একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে, যাহা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকৃতির এবং বিবরণ সম্বলিত হইবে; উহা চেয়ারপার্সনের হেফাজতে থাকিবে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে।

ধারা-৬। কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং কমিশন, প্রয়োজনে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

সরকার ১৭ ডিসেম্বর'২০১২ সালে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে।

২.২ কমিশনের রূপকল্প ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের রূপকল্প ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

রূপকল্পঃ

> "প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাজার সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতনকরণ, সম্পৃক্তকরণ ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলা।"

উদ্দেশ্য:

ক. ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি, ওলিগপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলকরণ;

খ. উচ্চতর জ্ঞানভিত্তিক, গবেষণাধর্মী এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর কমিশন গড়ে তোলা।

২.৩ কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৮ ধারায় কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

২.৩.১. বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী অনুশীলনসমূহকে নির্মূল করা, প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা ও বজায় রাখা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা।

২.৩.২. কোন অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা স্ব-প্রণোদিতভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিযোগিতা বিরোধী সকল চুক্তি কর্তৃত্বময় অবস্থান এবং অনুশীলনের তদন্ত করা।

২.৩.৩. প্রতিযোগিতা আইনে উল্লেখিত অপরাধের তদন্ত পরিচালনা এবং উহার ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করা।

২.৩.৪. জোটবদ্ধতা এবং জোটবদ্ধতা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, জোটবদ্ধতার জন্য তদন্ত সম্পাদনসহ জোটবদ্ধতার শর্তাদি এবং জোটবদ্ধতা অনুমোদন বা নামঞ্জুর সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ করা।

২.৩.৫. প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিধিমালা, নীতিমালা, দিকনির্দেশনামূলক পরিপত্র বা প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা।

২.৩.৬. প্রতিযোগিতামূলক কর্মকান্ডের উন্নয়ন এবং প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত মানদন্ড নির্ধারণ করা।

২.৩.৭. সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত সার্বিক বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনার মাধ্যমে ও অন্যান্য উপায়ে জনগনের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা।

২.৩.৮. প্রতিযোগিতা বিরোধী কোন চুক্তি বা কর্মকান্ড বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করা এবং উহাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা।

২.৩.৯. সরকার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত যে কোন বিষয় প্রতিপালন, অনুসরণ বা বিবেচনা করা।

২.৩.১০. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে অন্য কোন আইনের অধীন গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা।

২.৩.১১. এই ধারার অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য বা ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিদেশী কোন সংস্থার সহিত কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর ও সম্পাদন করা;

২.৩.১২. এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ফিস, চার্জ বা অন্য কোন খরচ ধার্য করা; এবং

২.৩.১৩. এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন কার্য করা।

২.৩.১৪. কমিশন কর্তৃক স্ব-প্রণোদিত হয়ে বা কোন অভিযোগের ভিত্তিতে এ আইনের অধীন উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।

২.৪ কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও সচিব নিয়োগ

প্রতিযোগিতা আইনের ৭ ধারায় কমিশন গঠন, সদস্যদের যোগ্যতা, মেয়াদ প্রভৃতি বিষয়ে বলা হয়েছে। কমিশন একজন চেয়ারপার্সন এবং অনধিক ৪ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। অর্থনীতি, প্রশাসন বা আইন বিষয়ে ১৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে ৩ বছরের জন্য নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন। আইনের ধারা-৭ অনুযায়ী কমিশন গঠন নিম্নরূপঃ

ধারা-৭। (১) কমিশন এক (১) জন চেয়ারপার্সন এবং অনধিক চার (৪) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণ, উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) অর্থনীতি, বাজার সম্পর্কিত বিষয় বা জনপ্রশাসন বা অনুরূপ যে কোন বিষয় বা আইন পেশায় কিংবা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আইন বিষয়ক কর্মকাণ্ডে অথবা সরকারের বিবেচনায় কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোন বিষয়ে ১৫ (পনের) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারপার্সন বা সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, একই বিষয়ে অভিজ্ঞ একাধিক ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না।

(৪) চেয়ারপার্সন এবং সদস্যগণ কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য হইবেন এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কমিশন সরকারের নিকট দায়ী থাকিবে।

(৫) চেয়ারপার্সন কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৬) চেয়ারপার্সন এবং সদস্যগণ তাহাদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন এবং অনুরূপ একটি মাত্র মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগের যোগ্য হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির বয়স ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে

নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না বা চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে বহাল থাকিবেন না।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন তাহাদের চাকুরীর নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য যে কোন সময় সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্র যোগে অন্যূন ৩ (তিন) মাসের অগ্রিম নোটিশ প্রদান করিয়া স্ব স্ব পদত্যাগ করিতে পারিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক পদত্যাগ গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারপার্সন বা ক্ষেত্রমত, সদস্য স্ব স্ব কার্য চালাইয়া যাইবেন।

(৮) চেয়ারপার্সনের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারপার্সন তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারপার্সন তাঁহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারপার্সন পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতম সদস্য চেয়ারপার্সন পদের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৯) চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য মৃত্যুবরণ বা উপ-ধারা (৭) এর বিধান অনুসারে স্বীয় পদত্যাগ করিলে বা অপসারিত হইলে, সরকার উক্ত পদ শূন্য হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে শূন্য পদে নিয়োগদান করিবেন।

বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম বিগত ২৮-১০-২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে চেয়ারপার্সন হিসেবে যোগদান করেন। কমিশনের নতুন ৩ জন সদস্য যথাক্রমে (১) জনাব জি.এম.সালেহ উদ্দিন, (২) ড. এ এফ এম মনজুর কাদির এবং (৩) জনাব নাসরিন বেগম বিগত ০১-০৩-২০২০ তারিখে কমিশনে যোগদান করেছেন। উক্ত আইনের ১২ ধারা মোতাবেক কমিশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কমিশনের একজন সচিব নিয়োগ দেয়ার বিধান রয়েছে। কমিশনের সচিব হিসেবে সরকারের একজন যুগ্মসচিব প্রেষণে দায়িত্ব পালন করছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিযোগিতা আইনের ভূমিকা ও প্রভাব

৩.১ প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব

বিভিন্ন আইন দ্বারা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ করা হলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে সিন্ডিকেট ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ কিংবা অবৈধ উদ্দেশ্যে জোটবদ্ধতা ইত্যাদি বিষয় কোনো আইনের আওতাভুক্ত ছিল না। ফলে, বিভিন্ন পণ্য ও সেবার বাজারে অসাধু ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনা করার সুযোগ ছিল। প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার এ সকল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছে। এ বিবেচনায় সরকার কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়ন ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন যুগান্তকারী পদক্ষেপ। উক্ত আইনের ৮ ধারায় প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত হবে। ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনীতিতে নিম্নেবর্ণিত ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে কমিশন প্রত্যাশা করে:

৩.১.১ **অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ (Price Fixing):** বাজারে অসাধু ব্যবসায়ীগণ ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ করে ইচ্ছামত বিভিন্ন পণ্য ও সেবার মূল্য নির্ধারণ করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে, ভোক্তা প্রতারিত হয় এবং বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা হ্রাস পায়। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়িত হলে অসাধু ব্যবসায়ীগণ ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ করে ভোক্তা-পরিপন্থি মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে না।

৩.১.২ **বাজারের ভৌগোলিক সীমা (এলাকাভিত্তিক) নির্ধারণ:** কখনো কখনো কোনো কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত মুনাফা লাভের জন্য ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তির মাধ্যমে ইচ্ছামত বিভিন্ন পণ্য ও সেবার সরবরাহ ও মূল্য নির্ধারণপূর্বক এলাকা ভিত্তিক ভৌগোলিক বাজার সৃষ্টি করে। প্রতিযোগিতা আইনে এ ধরণের এলাকা ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৩.১.৩ **নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি:** প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ/নির্মূলের ফলে বাজারে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং নতুন নতুন উদ্যোক্তা বাজারে প্রবেশ করবে।

৩.১.৪ **প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডের শাস্তি:** প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধি কর্মকান্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান শাস্তি পাবে। ফলে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হবে।

৩.১.৫ **বিনিয়োগ বৃদ্ধি:** পৃথিবীর প্রায় ১৪০ টিরও বেশি দেশে প্রতিযোগিতা আইন রয়েছে। প্রতিযোগিতা আইন সকল সময়ে বিনিয়োগের নিশ্চয়তা প্রদান করে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারিগণ তাঁদের বিনিয়োগের স্বার্থে আইনের রক্ষাকবচগুলো যাচাই করে দেখেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা আইনের প্রয়োগ অর্থাৎ আইনগত সুরক্ষার প্রেক্ষিতে দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ নিরাপত্তার সাথে বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহী হবেন।

৩.১.৬ **দারিদ্র নিরসন:** বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় রেখে ব্যবসার উন্নয়ন, দেশী/বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

৩.১.৭ **পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা:** বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিক্রয় নিশ্চিত হয়, বাজারে পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং পণ্য মূল্য স্থিতিশীল থাকে।

৩.১.৮ **ভোক্তার জীবনমান উন্নয়ন:** বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় থাকলে ভোক্তা স্বল্প মূল্যে ভাল মানের পণ্য ও সেবা ক্রয়ের সুযোগ পায়। এর ফলে ভোক্তার আর্থিক সাশ্রয় হয় এবং উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় বা বিনিয়োগের মাধ্যমে ভোক্তার জীবনমানের উন্নয়ন হয়।

৩.১.৯ **উদ্ভাবন:** বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের কারণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ টিকে থাকার স্বার্থে নতুন নতুন উদ্ভাবনের প্রতি অধিক মনোযোগী হবে। ফলে পণ্য ও সেবায় নতুনত্ব আসবে এবং গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

৩.১.১০ **রূপকল্প ২০২১, ২০৪১ ও এসডিজি-২০৩০ অর্জন:** বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। সরকারের রূপকল্প ২০২১ (মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ) এবং এসডিজি-২০৩০ এর অভিষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা

সমূহ অর্জনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। সরকারের রূপকল্প ২০৪১ হলো ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে রূপান্তর করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করা। এ লক্ষ্য অর্জনে চারটি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে: জিডিপিসহ মাথাপিছু জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, উচ্চতর আয়ের সুফল সর্বজনীন করা, টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। এ চারটি বিষয়ের মধ্যে তিনটিতেই প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।

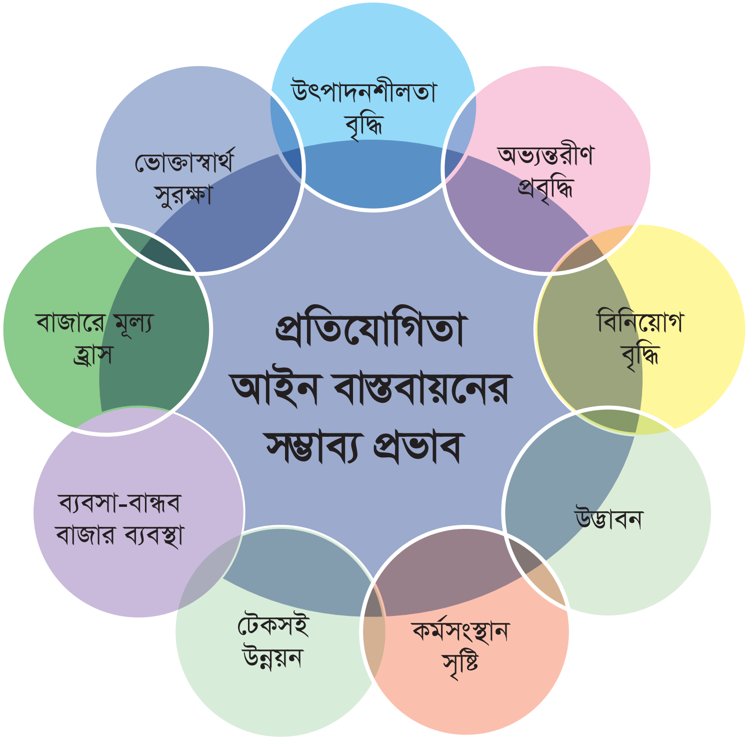
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
অভ্যন্তরীণ প্রবৃদ্ধি
ভোক্তাস্বার্থ সুরক্ষা
বাজারে মূল্য হ্রাস
প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব
বিনিয়োগ বৃদ্ধি
ব্যবসা-বান্ধব বাজার ব্যবস্থা
উদ্ভাবন
টেকসই উন্নয়ন
কর্মসংস্থান সৃষ্টি

৩.২ গবেষণালব্ধ ফলাফল

প্রতিযোগিতা আইন বাংলাদেশে নতুন হলেও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এটি অত্যন্ত প্রাচীন একটি আইন। সারা বিশ্বে ১৪০ টিরও বেশী দেশে এ আইন কার্যকর রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছে। এ আইন প্রয়োগ/বাস্তবায়নের মাধ্যমে কি ধরনের অর্থনৈতিক সুফল পাওয়া গেছে এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশে গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। নিম্নে গবেষণালব্ধ কয়েকটি ফলাফল উল্লেখ করা হলো:

- দেখা গেছে প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কার্যক্রম নির্মুল করা গেলে উৎপাদনশীলতা দীর্ঘমেয়াদে ১০%পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। (Arnold ,et al 2011)
- যে সকল দেশে প্রতিযোগিতা আইন কার্যকর নেই,তাদের তুলনায় যে সকল দেশে কার্যকর আছে, তাদের অভ্যন্তরীণ প্রবৃদ্ধি ২% -৩% বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। (Gutman and Voigt2014)
- জাতীয় প্রতিযোগিতা নীতি বাস্তবায়নের ফলে অস্ট্রেলিয়ার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। (Productivity Commission 2005)
- যে সকল বাজারে কার্টেল বা যোগসাজশ প্রতিরোধ করা গেছে, সে সকল বাজারে মূল্য ২৩% পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। (Cannor 2014)

উৎস: OECD (October 2014). Factsheet on how competition policy affects macro-economic outcomes. https://www.oecd.org/daf/competition/2014-competition-factsheet-iv-en.pdf

চতুর্থ অধ্যায়

৪. বিভাগ ভিত্তিক কার্যক্রম

কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং ইহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে চেয়ারপার্সনের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে ৫ টি বিভাগ কাজ করছে-

(১) প্রশাসন বিভাগ;
(২) এ্যাডভোকেসি, পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ;
(৩) ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ; এবং
(৪) অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগ ;
(৫) আইন ও বাস্তবায়ন বিভাগ।

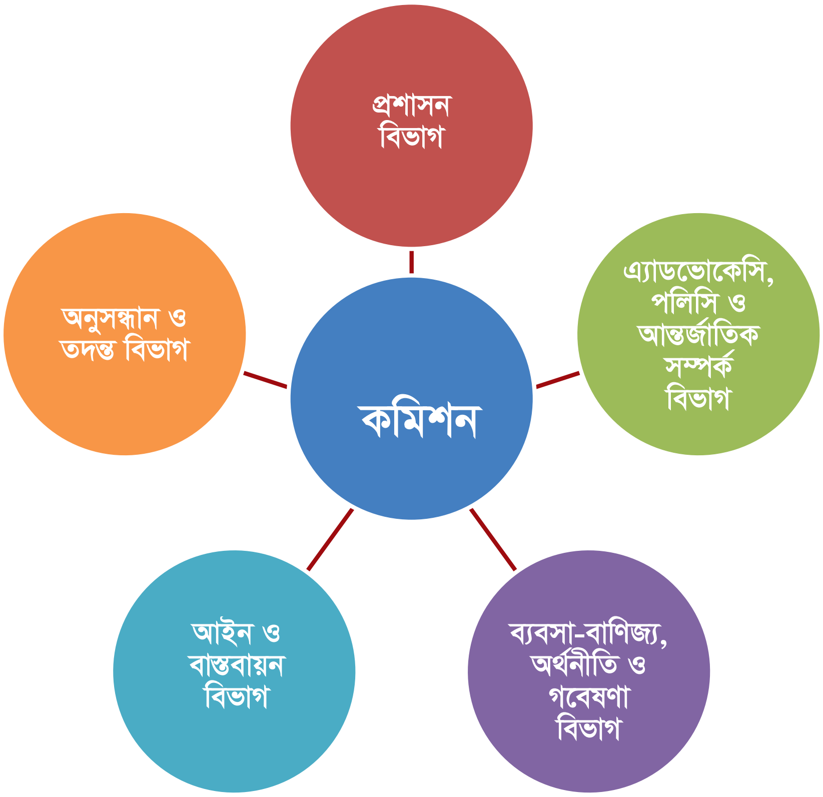
প্রশাসন বিভাগ
এ্যাডভোকেসি, পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগ
কমিশন
আইন ও বাস্তবায়ন বিভাগ
ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ

কমিশনের সচিব প্রশাসন বিভাগের এবং চারজন বিজ্ঞ সদস্য অপর চারটি বিভাগের দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রশাসন বিভাগ

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো প্রশাসন বিভাগ। এ বিভাগ মূলত কমিশনের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কমিশনের আর্থিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। এ বিভাগ কমিশনের জনবল নিয়োগ, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড/চুক্তি প্রতিযোগিতা বিষয়ে জনসচেতনতার লক্ষ্যে প্রচারণামূলক কর্মসূচী আয়োজন, সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশপ্রেরন আর্থিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণসহ বার্ষিক আর্থিক বিবরণী তৈরী এবং কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করে থাকে। কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী ক্রয়পরিকল্পনা প্রস্তুত করে পিপিএ, ২০০৬ ও পিপিআর, ২০০৮ এর অধীন দরপত্র আহবানের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য, কর্ম ও সেবা ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন এবং প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট অর্থবছর শেষে বিদ্যমান প্রতিযোগিতা আইনের আওতায় অডিট কার্যক্রম সম্পাদন সহ কমিশনের প্রয়োজনে অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

৪.১ প্রশাসনিক কার্যক্রম

৪.১.১ কমিশনের সভা

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কমিশনের ১৫টি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাসমূহে কমিশনের জনবল নিয়োগ, কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য প্রস্তুতকৃত প্রকল্প (TAPP), স্বাস্থ্যখাত এবং চামড়া বাজারে প্রতিযোগিতা পরিবেশের বাস্তবতা যাচাই বিষয়ক স্টাডি, কমিশনের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রক্ষেপন ইত্যাদি অনুমোদন করা হয়। এছাড়া ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বরাদ্দের পুনঃউপযোজন, ডাটাবেইজ তৈরী, প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়ন, নতুন দায়েরকৃত অভিযোগ ও পেন্ডিং মামলাসহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৪.১.২ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পত্র নং-২৬.০০.০০০০.০৯০.০১১.১৭.১৫-৯০ তারিখ ১৩ মার্চ ২০১৮ মূলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি আদেশ জারী হয়। কমিশনের মঞ্জুরীকৃত সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপঃ

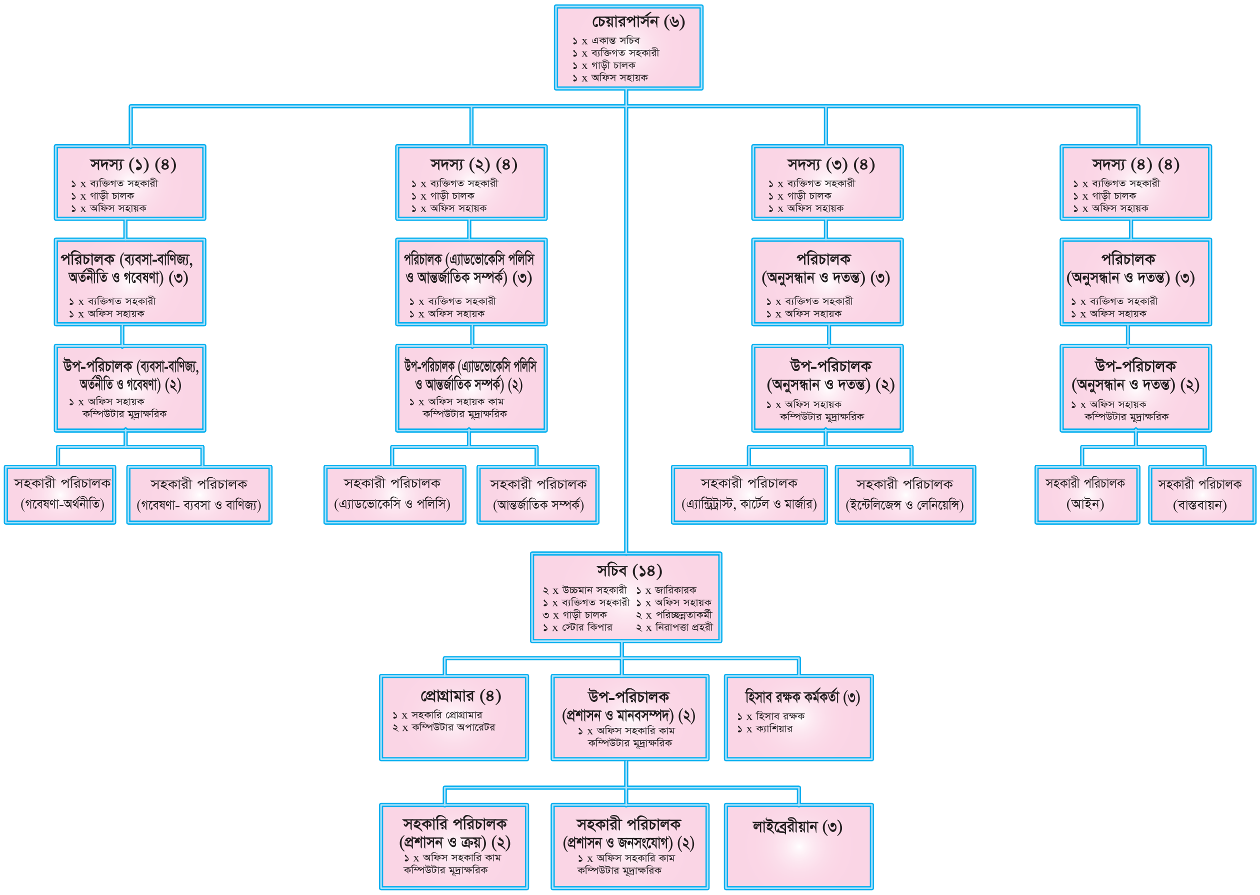
চেয়ারপার্সন (৬)
১ x একান্ত সচিব
১ x ব্যক্তিগত সহকারী
১ x গাড়ী চালক
১ x অফিস সহায়ক
সদস্য (১) (৪)
১ x ব্যক্তিগত সহকারী
১ x গাড়ী চালক
১ x অফিস সহায়ক
পরিচালক (ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্তনীতি ও গবেষণা) (৩)
১ x ব্যক্তিগত সহকারী
১ x অফিস সহায়ক
উপ-পরিচালক (ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্তনীতি ও গবেষণা) (২)
১ x অফিস সহায়ক কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
সহকারী পরিচালক (গবেষণা-অর্থনীতি)
সহকারী পরিচালক (গবেষণা- ব্যবসা ও বাণিজ্য)
সদস্য (২) (৪)
১ x ব্যক্তিগত সহকারী
১ x গাড়ী চালক
১ x অফিস সহায়ক
পরিচালক (এ্যাডভোকেসি পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) (৩)
১ x ব্যক্তিগত সহকারী
১ x অফিস সহায়ক
উপ-পরিচালক (এ্যাডভোকেসি পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) (২)
১ x অফিস সহায়ক কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
সহকারী পরিচালক (এ্যাডভোকেসি ও পলিসি)
সহকারী পরিচালক (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক)
সদস্য (৩) (৪)
১ x ব্যক্তিগত সহকারী
১ x গাড়ী চালক
১ x অফিস সহায়ক
পরিচালক (অনুসন্ধান ও দতন্ত) (৩)
১ x ব্যক্তিগত সহকারী
১ x অফিস সহায়ক
উপ-পরিচালক (অনুসন্ধান ও দতন্ত) (২)
১ x অফিস সহায়ক কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
সহকারী পরিচালক (এ্যান্টিট্রাস্ট, কার্টেল ও মার্জার)
সহকারী পরিচালক (ইন্টেলিজেন্স ও লেনিয়েন্সি)
সদস্য (৪) (৪)
১ x ব্যক্তিগত সহকারী
১ x গাড়ী চালক
১ x অফিস সহায়ক
পরিচালক (অনুসন্ধান ও দতন্ত) (৩)
১ x ব্যক্তিগত সহকারী
১ x অফিস সহায়ক
উপ-পরিচালক (অনুসন্ধান ও দতন্ত) (২)
১ x অফিস সহায়ক কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
সহকারী পরিচালক (আইন)
সহকারী পরিচালক (বাস্তবায়ন)
সচিব (১৪)
২ x উচ্চমান সহকারী
১ x ব্যক্তিগত সহকারী
৩ x গাড়ী চালক
১ x স্টোর কিপার
১ x জারিকারক
১ x অফিস সহায়ক
২ x পরিচ্ছন্নতাকর্মী
২ x নিরাপত্তা প্রহরী
প্রোগ্রামার (৪)
১ x সহকারি প্রোগ্রামার
২ x কম্পিউটার অপারেটর
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) (২)
১ x অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
হিসাব রক্ষক কর্মকর্তা (৩)
১ x হিসাব রক্ষক
১ x ক্যাশিয়ার
সহকারি পরিচালক (প্রশাসন ও ক্রয়) (২)
১ x অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও জনসংযোগ) (২)
১ x অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
লাইব্রেরীয়ান (৩)

কমিশনের মঞ্জুরীকৃত এবং বর্তমানে কর্মরত জনবলের বিবরণঃ

জনবল

ক্রমিক	পদের নাম	গ্রেড/শ্রেণী				মঞ্জুরীকৃত পদ	বর্তমানে কর্মরত
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ		
১।	সচিব	১				১	১
২।	পরিচালক	৪				৪ ৫	৫ (১ জন পরিচালকের চলতি দায়িত্বে)
৩।	উপ-পরিচালক	৫					৬ (প্রেষণে ৫ জন সংযুক্তিতে ১ জন)
৪।	প্রোগ্রামার	১				১	-
৫।	চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব	১				১	১
৬।	সহকারি পরিচালক	৮				৮	-
৭।	সহকারি পরিচালক (গবেষণা)	২				২	-
৮।	সহকারি প্রোগ্রামার	১				১	-
৯।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১				১	১
১০।	লাইব্রেরীয়ান		১			১	-
১১।	কম্পিউটার অপারেটর			২		২	২
১২।	উচ্চমান সহকারি			২		২	-
১৩।	ব্যক্তিগত সহকারি			১০		১০	৬
১৪।	স্টোর কিপার			১		১	১
১৫।	হিসাব রক্ষক			১		১	১
১৬।	ক্যাশিয়ার			১		১	১
১৭।	অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক			৭		৭	৬ (সরাসরি নিয়োগ ০৪ জন, দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে ০২ জন)
১৮।	গাড়ী চালক			৮		৮	৫
১৯।	জারীকারক				১	১	১
২০।	অফিস সহায়ক				১১	১১	১০
২১।	পরিচ্ছন্নতাকর্মী				২	২	৩ (আউটসোর্সিং ২, দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে ১)
২২।	নিরাপত্তা প্রহরী				২	২	২
মোটঃ	মোটঃ	২৪	১	৩২	১৬	৭৩	৫৩

৪.১.৩ কমিশনের কর্মচারী

২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশন ১৩-১৬ গ্রেডে ১৫ জন কর্মচারী সরাসরি নিয়োগ প্রদান করে। একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও ২ জন সহায়ক কর্মচারীকে দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করে। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণযোগ্য ২৪ টি পদের মধ্যে ২১ টি পদ পূরণ করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন ক্যাডারের ১২ জন কর্মকর্তাকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

কর্তৃক প্রেষণ/সংযুক্তিতে পদায়ন করা হয়। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় হতে একজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে সংযুক্তিতে পদায়ন করা হয়। কমিশনে বর্তমানে মোট ১৩ জন কর্মকর্তা প্রেষণে/সংযুক্তিতে কাজ করছেন। কমিশনের চেয়ারপার্সন ও ৪ জন সদস্য ব্যতীত কমিশনের বর্তমান জনবল নিম্নে প্রদর্শিত হলঃ

ক্রমিক	পদবী	নিয়োগ/পদায়ন	সংখ্যা
১।	সচিব (যুগ্ম সচিব)	প্রেষণে	১
২।	পরিচালক (উপ সচিব)	প্রেষণে	৫
৩।	চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব (উপ সচিব)	সংযুক্তিতে	১
৪।	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	প্রেষণে	৪
৫।	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	সংযুক্তিতে	১
৬।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সংযুক্তিতে	১

৪.১.৪ কমিশনের আউটসোর্সিং কর্মচারী নিয়োগ

কমিশনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে নির্বাচিত মেসার্স বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিসেস লিমিটেড এর সাথে জনবল সরবরাহের জন্য ১ জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর মেয়াদে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর ৭৬(৫) বিধি অনুযায়ী পূর্বের ধারাবাহিকতায় চুক্তির মেয়াদ আরো ০১ (এক) বছর অর্থাৎ ০১ জুলাই, ২০২০ তারিখ হতে ৩০ জুন, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ২১ জন ও দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে ৩ জন কর্মরত রয়েছে।

৪.১.৫ কমিশনের স্থায়ী জনবল নিয়োগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের মাধ্যমে ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা পদে ১টি, ৯ম ও ১০ম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা পদে ১৩টি এবং ১০ম থেকে ১৬তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারী পদে ২১টি সহ মোট ৩৫টি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রিলিমিনারী, লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ফলাফলের ভিত্তিতে মৌখিক সাক্ষাৎকারের জন্য ১৫৭ জন প্রার্থী নির্বাচিত হন। বিগত ০১-০৩-২০২১ তারিখে ১৩তম-১৬তম গ্রেডে ১৫ জন প্রার্থী যোগদান করেন। কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে কিছুটা বিলম্ব হলেও ৬ষ্ঠ, ৯ম ও ১০ম গ্রেডে প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। বাছাই কমিটি-১ এর সুপারিশ অনুযায়ী ৯ম ও ১০ম গ্রেডের ১১ জন নিয়োগযোগ্য প্রার্থীর পুলিশ ভেরিফিকেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হলে শীঘ্রই নিয়োগপত্র ইস্যু করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৪.১.৬ প্রশিক্ষণ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কমিশনে মোট ১২ টি ইন হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। বিগত ০১-০৩-২০২১ তারিখে নবযোগদানকৃত কর্মচারীদের ওরিয়েন্টেশন ও কর্মদক্ষতাবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নাম	তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষক
১।	Merger সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৫ ডিসেম্বর ২০২০	১৪	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঞাঁ
২।	ICN Merger Working group সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	০৩ জানুয়ারী ২০২১	১৪	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঞাঁ
৩।	Investigative Techniques শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২০ জানুয়ারী ২০২১	৯	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম জনাব মোঃ আব্দুর রউফ জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঞাঁ জনাব নূর মোহাম্মদ মাসুম
৪।	জোটবদ্ধতা (মার্জার একুইজিশন) প্রবিধানমালা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৭-১৯ জানুয়ারী ২০২১	১৪	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঞাঁ

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নাম	তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষক
৫।	তদন্ত, অর্থ উত্তোলন পদ্ধতি, পুনর্বিবেচনা ও সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২১ জানুয়ারী ২০২১	১৪	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঞাঁ
৬।	সরকারী দপ্তরে আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিপালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১	১১	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঞাঁ জনাব মীর আব্দুল আউয়াল আল মেহেদী
৭।	প্রতিযোগিতা আইন অনুযায়ী অর্থ উত্তোলন, আপীল ও পূনর্বিবেচনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১	১৪	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঞাঁ
৮।	বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১	১৭	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঞাঁ জনাব মীর আব্দুল আউয়াল আল মেহেদী
৯।	নবযোগদানকৃত কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৩ মার্চ-২৪ মার্চ ২০২১	১৫	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম জনাব জি এম সালেহ উদ্দিন জনাব এ এফ এম মনজুর কাদির জনাব নাসরিন বেগম জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঞাঁ জনাব নূর মোহাম্মদ মাসুম জনাব মোঃ মাহবুব আলম জনাব আনোয়ার-উল-হালিম জনাব আফরোজা খাতুন জনাব আতিকুল ইসলাম জনাব মোঃ রায়হান আলম জনাব মোঃ আবুল হাসেম জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন
১০।	Basic accounting, management, finance and financial statement analysis বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৬ জুন- ১৬ জুন ২০২১	১৮	জনাব মুশফিকুর রহমান
১১।	Investigative Techniques শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১৪ জুন ২০২১	১৬	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম জনাব মোঃ আব্দুর রউফ জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঞাঁ জনাব নূর মোহাম্মদ মাসুম
১২।	গণখাতে ক্রয় ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১৯ জুন-২২ জুন ২০২১	১৫	

৪.১.৭ মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল:

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৩৯ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার নিমিত্ত গত ২৪-০৯-২০২০ তারিখের ৪৮১ সংখ্যক স্মারকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রতিবেদনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিগত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের ১৭৩ সংখ্যক স্মারকে জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে উল্লিখিত অর্থবছরে

কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম, সরকার প্রদত্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত তথ্য এবং কমিশনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়।

৪.১.৮ তিন বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আগামী তিন অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার নির্ধারণ/গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা সহ অংশীজনের সাথে মতবিনিময় সভা/সেমিনার আয়োজন করবে। প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমকে জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় আগামীতেও রাজধানীসহ বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে সেমিনার কর্মশালার আয়োজন করবে। এছাড়াও, বিভিন্ন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সাথে মতবিনিময় কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। কোভিড-১৯ জনিত কারণে বিগত অর্থবছরে UNCTAD সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সংস্থার বার্ষিক সম্মেলন ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হলেও সামনের বছরগুলোতে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হলে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তাগণ তাতে অংশগ্রহণ করবেন। কমিশনের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমকে আরও আধুনিক ও বেগবান করার লক্ষ্যে দেশের অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তায় কর্মশালার আয়োজন করার পাশপাশি প্রয়োজনে কমিশন বৈদেশিক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করবে। এছাড়াও, কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশনের লাইব্রেরি আরো সমৃদ্ধ করা হবে।

৪.১.৯ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নবযোগদানকৃত সচিব মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা

০৩ জুন, ২০২১ তারিখ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ এর সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং সদস্য যথাক্রমে জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, জনাব ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, জনাব মোঃ আব্দুর রউফ সৌজন্য সাক্ষাৎ ও ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

৪.২ কমিশনের আর্থিক কার্যক্রম

৪.২.১ বাজেট বরাদ্দ

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে এর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। কমিশন বার্ষিক যৌক্তিক চাহিদা নিরূপণ করে সরকারের নিকট বাজেট বরাদ্দ চেয়ে থাকে এবং কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী সরকারের বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়ে থাকে। কমিশন ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকার হতে ৭,৯৬,০০,০০০/- (সাত কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ) টাকা সাহায্য মঞ্জুরী হিসেবে বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়।

প্রাপ্ত বাজেটের প্রধান প্রধান খাত উল্লেখপূর্বক একটি সংক্ষিপ্ত ব্যয় বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ এবং সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের কোড নম্বর, খাতওয়ারী প্রকৃত খরচের হিসাব বিবরণী:

১৩৫০১৩৯০০-বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

কোড নম্বর	বাজেট বরাদ্দ (২০২০-২১)	সংশোধিত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	সমর্পনযোগ্য অর্থ	মন্তব্য
৩৬৩১১০১ বেতন বাবদ সহায়তা	১,৮৮,৮৩.০০০	১,৮৮,৮৩.০০০	১,৬০,০১.৮৫৫	২৮,৮১.১৪৫	২০২০-২০২১ অর্থবছরে অব্যয়িত ৪৪,৩৪,৩৭৩/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার তিনশত তিয়াত্তর) টাক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়।
৩৬৩১১০২ ভাতাদি বাবদ সহায়তা	১,৬৭,৯০.০০০	১,২৪,৮৩.০০০	১,২০,৫৮.২৩০	৪,২৪.৭৭০	
৩৬৩১১০৩ পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	২,৬৮,২৭.০০০	৩,১১,৩৪.০০০	৩,০৩,৮৪.০০০	৭,৫০.০০০	
৩৬৩১১০৮ গবেষণা অনুদান	১২,০০.০০০	১২,০০.০০০	৮,২১.৫৪২	৩,৭৮.৪৫৮	
৩৬৩২১০৩ যানবাহন বাবদ অনুদান	১,৫৮,০০.০০০	০	০	০	
৩৬৩২১০৫ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১,০০.০০০	১,০০.০০০	১,০০.০০০	০	
	৭,৯৬,০০.০০০	৬,৩৮,০০.০০০	৫,৯৩,৬৫.৬২৭	৪৪,৩৪.৩৭৩	

৪.২.২ ক্রয় কার্যক্রম

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১২টি ল্যাপটপ কম্পিউটার, ১২টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১০ টি লেজার প্রিন্টার (সাদা কালো), ০২ টি কালার প্রিন্টার, ০৮টি স্ক্যানার, ০১টি প্রজেক্টর, ১ টি কনফারেন্স টেবিল, ৩০টি কনফারেন্স রুম চেয়ার, ১৪ টি কম্পিউটার টেবিল, ২৮ টি ভিজিটর চেয়ার, ১৪টি সুইভেল চেয়ারসহ রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ারের ৫ম তলায় দক্ষিণ অংশে কমিশনের নতুন ভাড়াকৃত ফ্লোরে কমিশনের চেয়ারপার্সন মহোদয় এবং তাঁর একান্ত সচিব এর কার্যালয়ে বসার রুম তৈরি এবং মুজিব কর্নার স্থাপনসহ সুসজ্জিতকরণের জন্য বিভিন্ন আইটেমের আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়।

৪.২.৩ অডিট

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৩৪(২) ধারা বলে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর প্রতিনিধি হিসেবে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা দল বিগত ৮-২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নিরীক্ষা সমাপ্ত করেছে। নিরীক্ষা শেষে প্রাথমিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রদর্শিত ০৮টি নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাব কমিশন কর্তৃক বিগত ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে ২৯৯ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

৫. এ্যাডভোকেসি, পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা বিনির্মানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম এবং প্রতিযোগিতা আইনের সুফল সম্পর্কে পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী,সরবরাহকারী,ব্যবসায়ী ও ভোক্তাসাধারনসহ সকল অংশীজনকে অবহিত করা ও আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের জন্য এ্যাডভোকেসি, পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ দেশব্যাপী অবহিতকরণ সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, রচনা প্রতিযোগিতা, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞাপণ প্রচারসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এ সকল কর্মসূচীতে অংশীজনদের (stakeholders) মতামত/পরামর্শ কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনায় ইতিবাচক অবদান রাখছে। UNCTAD, OECD, ICN সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সংস্থার সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও এ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৫.১ এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম

৫.১.১ সেমিনার/কর্মশালা/মতবিনিময় সভা

গণমাধ্যমকর্মীদের অংশগ্রহণে অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন

বিগত ০৭-১০-২০২০ থেকে ০৮-১০-২০২০ তারিখ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণের অংশগ্রহণে কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম। সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন কমিশনের সম্মানিত সদস্য জনাব জি.এম. সালেহ উদ্দিন। দুদিন ব্যাপী এ আয়োজনে বিশিষ্ট আলোচক হিসেবে কমিশনের সম্মানিত সদস্য ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, জনাব মোঃ আব্দুর রউফ এবং জনাব নাসরিন বেগম ছাড়াও কমিশনের সাবেক পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন, পরিচালক জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের এবং ব্যারিষ্টার মাফরুহা মারফি, পরার্মশক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় প্রতিযোগিতা আইন ২০১২, প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি (কার্টেল), কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার, প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা, জোটবদ্ধতা (মার্জার), ডিজিটাল অর্থনীতি এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় প্রভৃতি বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন শেষে গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

মতামত/সুপারিশসমূহ

- ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণে প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত ও সচেতন করা;
- বাজারে সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- চাল, পেঁয়াজ, ভোজ্য তেল ও চিনিসহ অতাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করা;
- ভোক্তা অধিকার আইন ও প্রতিযোগিতা আইনের মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কে ব্যবসায়ী মহলকে অবহিত করা;
- বাজার গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।

ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম

কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন কমিশনের সদস্য, জনাব মোঃ আব্দুর রউফ

ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন কমিশনের সদস্য, জনাব নাসরিন বেগম

ডিজেএফবি এর সাংবাদিকগণের অংশগ্রহণে অবহিতকরন কর্মশালা আয়োজন

বিগত ১১-১০-২০২০ তারিখ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে ডেভেলপমেন্ট জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (ডিজেএফবি) এর সাংবাদিকগণের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন। কর্মশালায় বিশিষ্ট আলোচক হিসেবে কমিশনের সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, ড. এ এফ এম মনজুর কাদির , জনাব মোঃ আব্দুর রউফ এবং জনাব নাসরিন বেগম সহ জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের, পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এবং ব্যারিষ্টার মাফরুহা মারফি, পরার্মশক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় প্রতিযোগিতা আইন ২০১২, প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি (কার্টেল), কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার, প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা, জোটবদ্ধতা (মার্জার), ডিজিটাল অর্থনীতি এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় প্রভৃতি বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন শেষে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

মতামত/সুপারিশসমূহ

- পেঁয়াজের বাজারে সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করা;
- ব্যাংক সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বিরোধী কোনো কর্মকান্ড হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা;
- গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা;
- বাংলাদেশের বাইরে সংঘটিত প্রতিযোগিতা বিরোধী কোনো কর্মকান্ডের ফলে বাংলাদেশের বাজারে বিরূপ প্রভাব পড়লে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের করণীয় নির্ধারণ করা।

ডিজেএফবি এর সাংবাদিকগণের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন কমিশনের সদস্য ড. এ এফ এম মনজুর কাদির

ডিজেএফবি এর সাংবাদিকগণের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

জাতির পিতার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

বিগত ২৩-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এর নেতৃত্বে কমিশনের সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, জনাব মোঃ আব্দুর রউফ, জনাব নাসরিন বেগম এবং পরিচালক জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের, উপসচিব জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা ও উপপরিচালক জনাব আনোয়ার-উল-হালিম গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পন, ফাতিহা পাঠ ও দোয়া মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন।

জাতির পিতার সমাধিসৌধে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পুষ্পস্তবক অর্পণ

জেলা প্রশাসক গোপালগঞ্জ এর সম্মেলন কক্ষে অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজন

বিগত ২৩-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে দুপুর ০২:০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসন, গোপালগঞ্জের সার্বিক সহযোগিতায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে **"ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা"** শীর্ষক অবহিতকরণ সেমিনারে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করা হয়। উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব শাহিদা সুলতানা, জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ। সেমিনারে কমিশনের সদস্যবৃন্দ ও কর্মকর্তাগণ ছাড়াও জনাব কাজী শহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জনাব আবু ইউসুফ মোঃ রেজাউর রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, জনাব মাহাবুব আলী খান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, গোপালগঞ্জ জেলা শাখা, জনাব কাজী লিয়াকত আলী, মেয়র, গোপালগঞ্জ পৌরসভা, ড. অরবিন্দ কুমার রায়, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, সিনিয়র সহ সভাপতি, গোপালগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স, জনাব সৈয়দ মিরাজুল ইসলাম, সেক্রেটারী, গোপালগঞ্জ প্রেসক্লাবসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, গোপালগঞ্জ এ অবহিতকরণ সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম

জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, গোপালগঞ্জ এ অবহিতকরণ সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন জনাব শাহিদা সুলতানা, জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ

মতামত/সুপারিশসমূহ

- পণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- কোনো একক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশ হতে পণ্য আমদানির যৌক্তিকতা নিরূপণ করা;
- ব্যাংক হতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া;
- টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অনেক সময় স্পেশিফিকেশন এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যাতে নির্দিষ্ট কোনো দরদাতা কাজ পায়। এ অনিয়ম রোধে কমিশনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ই-টেন্ডারে শুল্ক কর ফাঁকি রোধের পাশাপাশি নির্দিষ্ট কোনো দরদাতাকে গোপনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে বিশেষ সুযোগ প্রদান রোধে কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ময়মনসিংহে বিভাগীয় পর্যায়ের অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজন

বিগত ১২ জানুয়ারি, ২০২১খ্রি: তারিখে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় প্রশাসন, ময়মনসিংহ ও জেলা প্রশাসন, ময়মনসিংহের সার্বিক সহযোগিতায় "ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা" শীর্ষক বিভাগীয় পর্যায়ের অবহিতকরণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মোঃ কামরুল হাসান এনডিসি বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন, জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম । এছাড়া, গেষ্ঠ অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ইকরামুল হক. মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশ, ময়মনসিংহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার মোঃ হারুন অর রশিদ, বিপিএম, ডিআইজি ময়মনসিংহ এবং অধ্যাপক ইউসুফ খাঁন পাঠান, চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ। কমিশনের সম্মানিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণ ছাড়াও মাঠ পর্যায় থেকে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ, জেলা প্রশাসকগণ, বিভিন্ন জেলার চেম্বার অফ কমার্স নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, নারী উদ্যোক্তা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ীগণ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান কারেন কমিশনের সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দীন এবং পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন সদস্য ড. এ এফ এম মনজুর কাদির।

ময়মনসিংহে বিভাগীয় পর্যায়ের অবহিতকরণ সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন
কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম

ময়মনসিংহে বিভাগীয় পর্যায়ের অবহিতকরণ সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন
জনাব মোঃ কামরুল হাসান এনডিসি বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ

অবহিতকরণ সেমিনার

ময়মনসিংহে বিভাগীয় পর্যায়ের অবহিতকরণ সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন
জনাব মোঃ ইকরামুল হক. মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ।

ময়মনসিংহে বিভাগীয় পর্যায়ের অবহিতকরণ সেমিনারে বক্তব্য
প্রদান করছেন কমিশনের সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দীন

মতামত/সুপারিশসমূহ

- প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বাস্তবায়নে বিধিমালা প্রণয়ন ও আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা;
- রমজানের সময় দ্রব্যমূল্য হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- হটলাইন চালু করা;
- সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সৃষ্ট নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের কৃত্রিম সংকট দূরীকরণে জোরালো ভূমিকা পালন করা;
- প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে পণ্যের মূল্য হ্রাস, গুণগত মান উন্নীতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচারণা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা

কমিশনের এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিগত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ সোমবার মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে **"মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা"** অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব মীর নাহিদ আহসান, জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার । মতবিনিময়কালে কমিশনের সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, জনাব মোঃ আব্দুর রউফ ও জনাব নাসরিন বেগম সহ কমিশন এবং মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক, প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের সুফল, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্পৃক্ততা ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কমিশনের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসকসহ অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।

মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে কমিশনের কার্যক্রম সংক্রান্ত
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম

মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে কমিশনের কার্যক্রম সংক্রান্ত
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মীর নাহিদ আহসান, জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার

সিলেট জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় পর্যায়ের অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজন

বিগত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ মঙ্গলবার সিলেট জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে এবং বিভাগীয় প্রশাসন, সিলেট ও জেলা প্রশাসন, সিলেট এর সার্বিক সহযোগিতায় **"ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা"** শীর্ষক দিনব্যাপী অবহিতকরণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি

(ভার্চুয়ালি) ছিলেন ড. মোঃ জাফর উদ্দীন, সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, জনাব মফিজ উদ্দিন আহম্মেদ, পিপিএম, ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, জনাব মোঃ নিশারুল আরিফ, পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ। সেমিনারে কমিশনের সদস্যবৃন্দ ও কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট বিভাগের চারটি জেলার জেলা প্রশাসকবৃন্দ, বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, চেম্বার প্রতিনিধি, নারী উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন কমিশনের সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন; স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ আব্দুর রউফ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সদস্য জনাব নাসরিন বেগম।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমের মাধ্যমে বাজার থেকে সব ধরণের প্রতিযোগিতা-বিরোধী কর্মকাণ্ড নির্মূলের পাশাপাশি ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। একই সংঙ্গে দেশে বিনিয়োগ বাড়ার পাশাপাশি পণ্য ও সেবায় নতুন নতুন উদ্ভাবন ঘটবে, উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বাড়বে, দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে, দেশে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে-সর্বোপরি দেশ থেকে দারিদ্র দূর হবে, যা এসডিজি ২০৩০ ও ভিশন ২০৪১ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে উল্লেখ করেন। প্রতিযোগিতা বিরোধী সকল কর্মকাণ্ড নির্মূলে সহযোগিতা কারার জন্য তিনি জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ সাংবাদিকবৃন্দের সহযোগিতা কামনা করেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় তাঁর বক্তব্যে প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের জন্য আইনটি সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং আইনটি সম্পর্কে ব্যবসায়ীনেতৃবৃন্দ সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে পারলে বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড হ্রাস পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সিলেট জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় পর্যায়ের অবহিতকরণ সেমিনারে
বক্তব্য রাখছেন ড. মোঃ জাফর উদ্দীন, সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সিলেট জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় পর্যায়ের অবহিতকরণ সেমিনারে
বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশী, এমপি

বিভাগীয় সেমিনার
জনাব টিপু মুনশি এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বিশেষ অতিথি
সিলেটে বিভাগীয় পর্যায়ের সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন কমিশনের চেয়ারপার্সন
জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম। পাশে উপবিষ্ঠ আছেন
জনাব মোঃ মশিউর রহমান, বিভাগীয় কমিশনার

সিলেট জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় পর্যায়ের
অবহিতকরণ সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণের একাংশ

মতামত/সুপারিশসমূহ

- জনবল কাঠামো ও কর্মপরিধিতে পরিবর্তন (নতুন সংযোজন) করা;
- কর্মপরিধিতে Market Intelligence অর্ন্তভুক্তকরণ;
- বাজার সিন্ডিকেট নির্মূল করা, মনোপলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করে প্রতিযোগিতার আবহ তৈরি করা;
- ব্যবসায়ীদের উপর নজরদারির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যেমন: অসৎ বা প্রতিযোগিতা আইন ভঙ্গকারী আড়তদার, মজুতদারদের চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা;
- যেসব প্যাকেটজাত পণ্যের গায়ে দাম লিখা থাকে না সেসব পণ্যের সঠিক দাম নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- হটলাইন চালু করা;
- কমিশনের প্রয়োজনীয় বিধিমালা ও প্রবিধিমালা প্রণয়ন করা;
- তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা;
- শেয়ারমার্কেটসহ যেখানে যেখানে অপ্রতিযোগিতামূলক অবস্থা বিরাজ করে সেসব ক্ষেত্রে নজরদারি বাড়ানো;
- সরকারি রেশনে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের তুলনায় বেশি দর দাখিল করার যৌক্তিকতা যাচাই করা;
- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমের প্রয়োজনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণ করা।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় সেমিনার (ভার্চুয়ালি) আয়োজন

বিগত ০৫-০৪-২০২১ তারিখ রোজ সোমবার বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে এবং বিভাগীয় প্রশাসন, চট্টগ্রাম ও জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রামের সার্বিক সহযোগিতায় **"পবিত্র রমজান উপলক্ষে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনদের ভূমিকা"** শীর্ষক চট্টগ্রাম বিভাগীয় সেমিনার (ভার্চুয়ালি) অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যোগদান করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন ড. মোঃ জাফর উদ্দীন, সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জনাব এবিএম আজাদ, এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী, জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, বিপিএম (বার), পিপিএম (বার), ডিআইজি, চট্টগ্রাম রেঞ্জ, জনাব সালেহ মোহাম্মদ তানভীর, বিপিএম, পিপিএম, পুলিশ কমিশনার, চট্টগ্রাম, জনাব এম. এ. সালাম, চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম। সেমিনারে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন কমিশনের সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দীন।

সেমিনারে বক্তব্য রাখেন জনাব জনাব মোঃ জাফর আলম, সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, জনাব শাহ মোঃ আবু রায়হান আল বিরুনী, সদস্য, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, জনাব মোহাম্মদ মমিনুর রহমান জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান, জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা, জনাব ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি, জেলা প্রশাসক, বান্দরবান, জনাব জহিরুল ইসলাম খান, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম প্রমুখ। এছাড়াও উক্ত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন জনাব মাহবুবুল আলম, প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স, জনাব রেখা আলম চৌধুরী, চট্টগ্রাম উইমেন চেম্বার অব কমার্স, চট্টগ্রাম, খাতুনগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি, প্রফেসর এ বি এম আবু নোমান, ডিন, আইন অনুষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, প্রফেসর ড. এস এম সোহরাবুদ্দীন, ফাইন্যান্স বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য এবং সেবার মূল্য ও সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ মতামত/পরামর্শ প্রদান করেন এবং কমিশনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। সেমিনারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কমিশনের সদস্য ড. এ এফ এম মনজুর কাদির।

পবিত্র রমজান উপলক্ষে চট্টগ্রাম বিভাগে আয়োজিত এ সেমিনারটি সময় উপযোগি মর্মে মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এম.পি. বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমের মাধ্যমে বাজার থেকে সব ধরণের প্রতিযোগিতা-বিরোধী কর্মকাণ্ড নির্মূল হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে চট্টগামের ভূমিকা ও অবদান তুলে ধরে পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল ও পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান। এছাড়াও, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ও বাজারে

সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিত হবার পাশাপাশি ভোক্তাদের স্বার্থও সংরক্ষিত হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চট্টগ্রামের ভূমিকা তুলে ধরেন এবং পবিত্র রমজান মাসে ব্যবসায়ীদের অধিক মুনাফার মানসিকতা পরিহার করে সংযমী হওয়ার আহবান জানান।

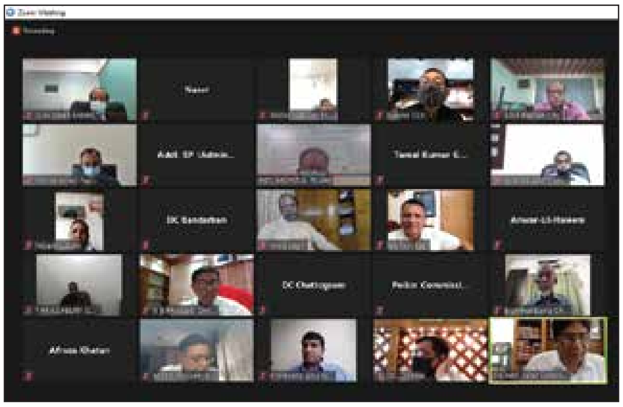
Zoom Meeting
Naser
Addl. SP (Admin...
Tamal Kumar G...
DC Bandarban
Anwar-Ul-Haleem
DC Chattogram
Police Commissi...
Afroza Khatun

চট্টগ্রাম বিভাগীয় সেমিনারে (ভার্চুয়ালি) বক্তব্য রাখছেন
ড. মোঃ জাফর উদ্দীন, সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

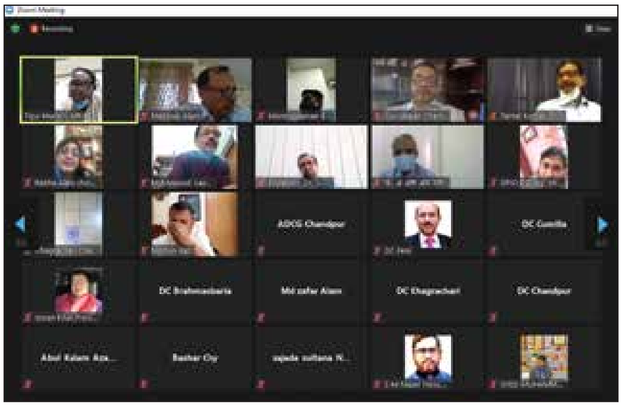
Zoom Meeting
ADCG Chandpur
DC Comilla
DC Brahmanbaria
Md zafar Alam
DC Chagrachari
DC Chandpur
Abul Kalam Aza...
Bashar Cty
sajeda sultana N...

চট্টগ্রাম বিভাগীয় সেমিনারে (ভার্চুয়ালি) বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী
জনাব টিপু মুনশী, এমপি

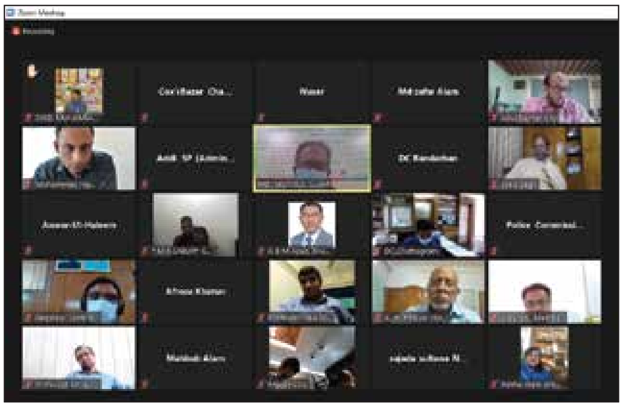
Zoom Meeting
Cox'sBazar Cha...
Naser
Md zafar Alam
Addl. SP (Admin...
DC Bandarban
Anwar-Ul-Haleem
Police Commissi...
Afroza Khatun
Mahbub Alam
sajeda sultana N...

চট্টগ্রাম বিভাগীয় সেমিনারে (ভার্চুয়ালি) বক্তব্য রাখছেন
জনাব এ বি এম আজাদ, বিভাগীয় কমিশনার

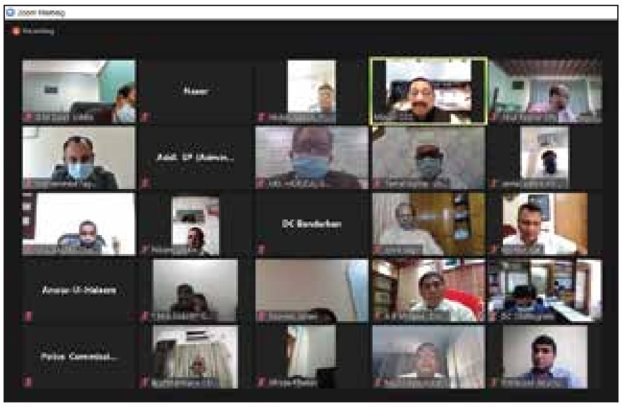
Zoom Meeting
Naser
Addl. SP (Admin...
DC Bandarban
Anwar-Ul-Haleem
Police Commissi...

চট্টগ্রাম বিভাগীয় সেমিনারে (ভার্চুয়ালি) বক্তব্য রাখছেন,
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী

মন্তব্য/মতামত/সুপারিশসমূহ

- স্থানীয় পর্যায়ে সিন্ডিকেট হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সিন্ডিকেট রোধে স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিটি বাজার কমিটিকে সম্পৃক্ত করা;
- সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে মিডিয়ার সাহায্য নেয়া;
- এফবিসিসিআই এর সাথে সংযুক্ত হয়ে সেমিনারের আয়োজন করা;
- আমদানী নির্ভর পণ্যের মজুদ বা সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণের জন্য সঠিক আমদানী তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
- কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার করা;
- লকডাউনকালীন সময়ে ব্যাংকিং কর্মঘন্টা বৃদ্ধি করা;
- ঢাকার বাইরে কমিশনের কার্যালয় স্থাপন করা;
- SME/ক্ষুদ্র বা নারী উদ্যোক্তাদের বিষয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- আমদানীকৃত পণ্য খালাস প্রক্রিয়া সহজ করা;
- চট্টগ্রাম বন্দরকে warehouse হিসেবে ব্যবহার না করে দ্রুত পণ্য খালাস করে নেয়ার বিষয়ে আমদানীকারকদের উদ্বুদ্ধ করা।

চীনের প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আলিবাবাকে দণ্ডারোপ বিষয়ক কর্মশালা

এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ০৩ জুন, ২০২১ তারিখে “Administrative Penalty and Administrative Guidance Letter Pronounced by The Competition Authority of China (State Administration for Market Regulation)” একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সকল কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম। মূল পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন জনাব খালেদ আবু নাছের, পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।

গত ১০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে চীনের ই-কমার্স জায়েন্ট আলিবাবা হোল্ডিংস লিমিটেড-কে কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহারের জন্য চীনের State Administration for Market Regulation (SAMR) কর্তৃক ২.৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার (২০,৪০০ কোটি টাকা) জরিমানা করা হয় যা ২০১৯ সালে আলিবাবার অভ্যন্তরীন আয়ের ৪ শতাংশ। এ রায়/আদেশ থেকে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ অনুধাবনের জন্য কর্মশালাটি আয়োজন করা হয়।

Workshop on Administrative Penalty and Administrative Guidance Letter Pronounced by The Competition Authority of China (State Administration for Market Regulation)
Presided : Mr. Mofizul Islam
Bangladesh Competition Commission
Organized by Bangladesh Competition Commission

Administrative Penalty and Administrative Guidance Letter Pronounced by The Competition Authority of China (State Administration for Market Regulation)
শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থিত কমিশনের চেয়ারপার্সন ও সদস্যবৃন্দ

Administrative Penalty and Administrative Guidance Letter Pronounced by The Competition Authority of China (State Administration for Market Regulation)
শীর্ষক কর্মশালায় পয়েন্ট উপস্থাপন করছেন জনাব খালেদ আবু নাছের, পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।

সুপারিশসমূহ

- ❖ SAMR কর্তৃক ব্যবহৃত ইনভেস্টিগেশন টেকনিক ও টুলস বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের তদন্ত কার্যক্রমকে বেগবান করা;
- ❖ Market Entrepreneurship, Market Intelligence, Economic Analysis ও Data collection সহ প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বের Best Practice গুলো অনুসরণ করা;
- ❖ দেশের বিভিন্ন পণ্য ও বাজার সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে দ্রুত ডাটাবেইজ তৈরির কাজ শুরু করা;
- ❖ দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা;
- ❖ কমিশনের কার্যক্রম দৃশ্যমান ও ফলপ্রসু করার জন্য যৌক্তিক সময়ের মধ্যে মামলার অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম সমাপ্ত করা।

কমিশন এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মধ্যে মতবিনিময়

এ বছর কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বিটিআরসি, বীমা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিনিময় করেছে।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা
জনাব সালমান এফ রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

৫.১.২ প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারিত গণবিজ্ঞপ্তিসমূহ

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বিভিন্ন অংশীজনসহ দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীকে বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রতিযোগিতা বিষয়ে অবহিত করার লক্ষে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ১২ এপ্রিল ২০২১ তারিখে "বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বিষয়ক গণবিজ্ঞপ্তি", দৈনিক সমকাল ও দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ২০ মে ২০২১ তারিখে "কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ঔষধের বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বিষয়ক জরুরী গণবিজ্ঞপ্তি" দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ১৬ জুন ২০২১ তারিখে "জোটবদ্ধতা (Merger & Acquisition) সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি" এবং দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ১৬ জুন ২০২১ তারিখে "দরপত্র জালিয়াতি (Bid Rigging) সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি" প্রচার করেছে।

৫.১.৩ ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার

বহুল প্রচারিত টিভি চ্যানেল "চ্যানেল ২৪" এ বিগত ১০ এপ্রিল ২০২১ তারিখ হতে ১৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখ পর্যন্ত নিম্নলিখিত টিভিস্ক্রল সমূহ প্রচার করা হয়েছেঃ

টিভি স্ক্রলে প্রচারিত বিজ্ঞাপন

- বাজারে প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকুন। পণ্য ও সেবার মূল্য ও মান নিশ্চিত করুন। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
- ব্যবসা-বাণিজ্যে সিন্ডিকেট/কার্টেল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যেকোন ধরনের সিন্ডিকেট/কার্টেল সম্পর্কে কমিশনকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করুন- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।
- বাজারে পণ্য/সেবার কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি প্রতিযোগিতা আইনানুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ। এ বিষয়ে কমিশনকে তথ্য দিন। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
- রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ সন্তোষজনক। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সিন্ডিকেটকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।
- বাজারে কার্টেল/সিন্ডিকেটকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইনানুযায়ী টার্নওভারের ১০% অথবা মুনাফার তিন গুণ জরিমানার বিধান রয়েছে- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।
- মনোপলি, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সহ প্রতিযোগিতা পরিপন্থী অন্যান্য কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি বা বৃদ্ধির চেষ্টা প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। প্রতিযোগিতা আইন মেনে চলুন। দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সরকারকে সহযোগিতা করুন-বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।
- বাজারে কার্টেল/সিন্ডিকেটকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুযায়ী টার্নওভারের ১০% অথবা মুনাফার তিনগুণ জরিমানার বিধান রয়েছে। প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকুন। ব্যবসা-বান্ধব ও ভোক্তা-বান্ধব বাজার সৃষ্টিতে কমিশনকে সহযোগিতা করুন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ।

"প্রতিযোগিতা আইনের বিধান মেনে চলুন,ব্যবসাকে ঝুঁকিমুক্ত রাখুন।"

৫.১.৪ টেলিভিশন টকশোতে অংশগ্রহণ

বিগত ০২ জুন ২০২১ তারিখ বেলা ১১.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন মহোদয় উক্ত অনুষ্ঠানে তাঁর মূল্যবান মতামত প্রকাশ করেন।

মোঃ মফিজুল ইসলাম
চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

৫.১.৫ রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কলেজ পর্যায়ে প্রতিযোগিতার বিষয় ছিলো **"পণ্য ও সেবার বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ গঠন ও উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা ও করণীয়"**। অপরদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের জন্য নির্ধারিত বিষয় ছিলো **"কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতিতে দেশের প্রতিযোগিতামূলক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা ও করণীয়"**। এ প্রতিযোগিতায় কলেজ পর্যায়ে ২৩৮ জন ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৪৫ জনসহ মোট ২৮৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। কমিশনের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক দ্বৈত মূল্যায়ন পদ্ধতিতে রচনাগুলো মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের মাধ্যমে কলেজ পর্যায়ে ৩ জন এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৩ জন শিক্ষার্থীকে চূড়ান্তভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের তালিকা নিম্নরূপ:

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়

ক্রমিক	নাম	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম
১।	মোঃ সাইফুর রহমান	পিতা: এবাদুর রহমান মাতা: সুরমা বেগম জেলা: সিলেট	২য় বর্ষ, স্নাতকোত্তর, এগ্রিকালচারাল কনস্ট্রাকশন এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিঃবিভাগ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
২।	মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম অনিক	পিতা: খোরশেদ আলম খোকন মাতা: হাসিনা বেগম জেলা: ঢাকা	৪র্থ বর্ষ,স্নাতক, স্থাপত্য বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
৩।	শেখ মাহের আনসারি মাহিম	পিতা: মোঃ মিজানুর রহমান শেখ মাতা: মোহসিনা বেগম জেলা: ঢাকা	৪র্থ বর্ষ, স্নাতক, গণসংযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

কলেজ পর্যায়

ক্রমিক	নাম	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম
১।	ঈষিকা অরুণিমা	পিতা: এ, কে, এম আনোয়ারুল হক মাতা: মনিরা আক্তার খানম জেলা: নেত্রকোণা	একাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ, নেত্রকোণা সরকারি কলেজ, নেত্রকোণা
২।	অনিন্দিতা আশরাফ	পিতা: মোহাম্মদ আশরাফুল আলম মাতা: সখিনা আখতার জেলা: শেরপুর	একাদশ শ্রেণি, মানবিক বিভাগ, শেরপুর সরকারি কলেজ, শেরপুর
৩।	তাসনীম তিশা	পিতা: মোঃ সোহরাব হোসেন মাতা: মোসাঃ খাদিজা বেগম	দ্বাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ, আগরপুর রোড, বরিশাল।

৫.১.৬ প্রতিযোগিতা সাময়িকী প্রকাশ

প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলশ্রুতিতে বাজারে পণ্য ও সেবা ভোক্তা-বান্ধব হয়। দেশে একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তুলতে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় অর্থনীতি ও জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত হয়। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে অনেক ক্ষেত্রে বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিরাজমান থাকে না, প্রতিযোগিতা বিরোধী অপরাধ সংঘঠিত হয়। ফলে স্বল্প মূল্যে গুণগত মানসম্পন্ন ও বৈচিত্র্যময় পণ্য বা সেবা লাভের ক্ষেত্রে ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর সঠিক বাস্তবায়ন অপরিহার্য। নবগঠিত কমিশন প্রতিযোগিতা আইনের সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন, জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, তথ্যভাণ্ডার স্থাপন, এ্যাডভোকেসি ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সহযোগিতা জোরদারকরণে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মূলত এ্যাডভোকেসির অংশ হিসেবে প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম বিষয়ে প্রচার ও প্রকাশনার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মুজিব বর্ষ (২০২০-২০২১) এ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন **"প্রতিযোগিতা সাময়িকী"র** ২য় প্রকাশনা প্রকাশ করেছে। বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে কিছুটা বিলম্বে নিউজ লেটার প্রকাশিত হয়।

Bangladesh Competition Commission

প্রতিযোগিতা সাময়িকী

৫.১.৭ “Competition Law Regime in Bangladesh” শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ

বিগত ০৯/০৬/২০২১ তারিখ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় জুম প্লাটফর্মে বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত “Competition Law Regime in Bangladesh” শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েবিনারের মডারেটর ছিলেন বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিস্টার এ বি এম হামিদুল মিসবাহ এবং ওয়েবিনারের সম্মানিত চেয়ার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম।

ওয়েবিনারে প্যানেল স্পিকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার নিহাদ কবির, সিনিয়র পার্টনার, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এন্ড এসোসিয়েটস ও সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ; ড. এ. কে. এনামুল হক, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব এ. কে. এম. ফাহিম মাশরুর, সিইও এন্ড ফাউন্ডার, বিডিজবস.কম, জনাব মনোজ কুমার চৌধুরী, পার্টনার হেড অব কম্পিটিশন ল প্র্যাকটিস গ্রুপ, খাইতান এন্ড কোং এলএলপি, ভারত; জনাব আসলাম হায়াত, পার্টনার, হায়াত এন্ড নুরওয়ালা, পাকিস্তান; এবং জনাব ইভান উইলিয়ামস, অ্যাটর্নি অ্যাডভাইজার ফর এশিয়া, ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস।

WEBINAR | COMPETITION LAW REGIME IN BANGLADESH
DATE: 09 JUNE 2021 | WEDNESDAY | 19:00 PM BST
REGISTRATION LINK
REGISTRATION OPENS
JUNE 5, 2021
OLD BAILEY

সুপারিশসমূহ

- ❖ বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের বাজার ব্যবস্থাপনার উপর নজর রাখা;
- ❖ প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক সর্বোত্তম অনুশীলনসমূহ অনুসরণ করা;
- ❖ মার্জার ও একুইজিশন রেগুলেশন তৈরির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ প্রতিযোগিতা সংস্থার রেগুলেশন অনুসরণ করা;
- ❖ ডিজিটাল স্পেসে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড সংগঠিত হবার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকায় এ সম্পর্কে নজরদারী বৃদ্ধি করা;
- ❖ বহুজাতিক কোম্পানিগুলো যাতে বাজারে মনোপলি অর্জন করতে না পারে সেদিকে নজর দেয়া;
- ❖ বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কোনো কর্মকান্ডের জন্য বাংলাদেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা যাতে ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সেদিকে প্রতিযোগিতা কমিশনের দৃষ্টি রাখা;
- ❖ বিদেশী বিগ ট্যাগ ই-কমার্স কোম্পানিগুলো দেশীয় ই-কমার্স কোম্পানিগুলোকে কিনে বাজার দখলের মাধ্যমে মনোপলি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছে কিনা সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দেয়া;
- ❖ কোনো ই-কমার্স কোম্পানি অধিক ডিসকাউন্টে এমনকি উৎপাদন খরচের চেয়েও কম মূল্যে পণ্য বিক্রির মাধ্যমে বাজারে প্রতিযোগিতার স্বাভাবিক গতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে কিনা সেবিষয়ে দৃষ্টি দেয়া;
- ❖ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৫.২ পলিসি বিশ্লেষণ

এ্যাডভোকেসি, পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিভিন্ন প্রকার পলিসি বিশ্লেষণ। বৈশ্বিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সংস্থাসমূহের আইন ও নীতিসমূহ বিশ্লেষণ করে বৈশ্বিক উত্তম অনুশীলনগুলো চিহ্নিত করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যতদূর সম্ভব গ্রহণযোগ্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করাই মূলত পলিসি বিশ্লেষণের লক্ষ্য। এরই অংশ হিসেবে বিবেচ্য ক্ষেত্রে বিশ্বের ০৮ (আট) টি প্রতিযোগিতা সংস্থা/আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আইন বিশ্লেষণ/পর্যালোচনা করা হয়েছে যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

৫.২.১ UNCTAD Model Law on Competition

- ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবার উৎপাদন/সরবরাহের ক্ষেত্রে যৌথ বয়কট/অস্বীকারের (Collective denial) বিষয়টি প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে (অধ্যায় ৩: অনু: ১ (জি));
- কোনো ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বা কর্মকাণ্ড পণ্য/সেবার গুণগত মান (quality) ও নিরাপত্তার (safety) পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত না করা উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার হিসেবে বিবেচিত হবে (অধ্যায় ৪: অনু: ২(ই));
- আপিলের ক্ষেত্রে 'জুডিশিয়াল রিভিউ' এর বিধান রয়েছে (অধ্যায় ১২);
- কোনো ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের ফলে কোনো পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ক্ষতিপূরণ লাভের (Damage Compensation) সুযোগ রয়েছে (অধ্যায় ১৩)।

৫.২.২ Anti-monopoly Law of the People's Republic of China, 2007

- আইন ভঙ্গের কারণে ন্যূনতম জরিমানার পরিমাণ ১% নির্ধারণ করা হয়েছে (ধারা: ৪৬);
- কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার ও জোটবদ্ধতার threshold নির্ধারণ করা হয়েছে (ধারা: ১৯,২২);
- মার্জারের আবেদন ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে তবে ক্ষেত্র বিশেষে ষাটদিন পর্যন্ত বর্ধিত করার বিধান রয়েছে (ধারা: ২৬);
- কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার ১০% নিচে হলে উক্ত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃত্বময় অবস্থানে নেই মর্মে বিবেচনায় নেয়া (ধারা: ১৯-এর ব্যাখ্যা);
- কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার করা হলে ক্ষেত্রবিশেষে উক্ত কর্মকান্ড দ্বারা বেআইনিভাবে অর্জিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের রয়েছে (ধারা: ৪৬ ও ৪৭)।

৫.২.৩ Competition and Consumer Act 2010 (Australia)

- শপথের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে (ধারা: ৪৪জেডএইচ);
- ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়কে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (ধারা: ৪৪জেডকে);
- কমিশনের আদেশের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ান কম্পিটিশন ট্রাইবুনালে রিভিউ (ধারা: ৪৪জেডপি) এবং ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে ফেডারেল আদালতে আপিলের বিধান রাখা হয়েছে (ধারা: ৪৪জেডআর);
- Dual listed company নিষিদ্ধ করা হয়েছে (ধারা: ৪৯);
- মিথ্যা বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের ভিত্তিতে জোটবদ্ধতার আবেদনকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে (ধারা: ৮০ এসি)।

৫.২.৪ Competition Act, 1998 (South Africa)

- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দক্ষতার বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে (ধারা ২(এ));
- কমিশনের আদেশের বিরুদ্ধে Competition Appeal Court এ আপীলের বিধান রয়েছে (ধারা ১৭);
- Merger Investigation বা জোটবদ্ধতা তদন্তের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক এক বা একাধিক ব্যক্তিকে Inspector নিয়োগ করার বিধান রয়েছে (ধারা ২৪)।

৫.২.৫ The Competition Act, 2002 (India)

- কমিশনের চেয়ারপারসন কে কোম্পানি বিষয়ক বিভাগের মন্ত্রী এবং সদস্যবৃন্দকে তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে কমিশনের চেয়ারপার্সনের নিকট হতে গোপনীয়তার শপথ গ্রহণ করতে হয় (ধারাঃ ১০(৩))

- আইনে Lesser Penalty/Leniency প্রয়োগের বিধান রয়েছে (ধারা ৪৬);
- The National Company Law Appellate Tribunal কর্তৃক কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের শুনানি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করে (ধারা ৫৩এ)।
- ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি/এন্টারপ্রাইজের আবেদনের প্রেক্ষিতে আপিলেট ট্রাইব্যুনাল ক্ষতিপূরণের আদেশ দিতে পারে (ধারা ৫৩এন(৩))।

৫.২.৬ Monopoly Regulation and Fair Trade Act, 1980 (South Korea)

- পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কোম্পানির গবেষণা ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, অর্থনীতির মন্দাবস্থা পুনরুদ্ধার কার্যক্রম, শিল্পের পুনর্গঠন, বাণিজ্যের শর্তাবলীর যৌক্তিকিকরণ, এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতার উন্নয়ন কার্য শর্ত পূরণসাপেক্ষে কমিশন অনুমোদন করতে পারবে (ধারা ১৯(২));
- সরকারি ক্রয়ে দরপত্র জালিয়াতি (Bid Rigging) রোধের জন্য কমিশন সরকারি ক্রয়ের সাথে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের দরপত্র বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করার বিধান রয়েছে (ধারা ১৯-২);
- ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ বিষয়ে যদি কোনো ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তথ্য প্রদান করে বা যদি কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে কমিশনের অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজে যথোপযুক্ত সহায়তা করে তাহলে অর্থদণ্ড হ্রাস বা অর্থদণ্ড থেকে অব্যাহতি অথবা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে (ধারা ২২-২);
- ব্যবসায়ী সংগঠনের জন্য অনুসরণীয় গাইডলাইন তৈরি (করণীয় ও বর্জনীয়) সম্পর্কে বিধান রয়েছে (ধারা ২৬);
- কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড মেডিয়েশন এজেন্সি নামে একটি এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ রয়েছে এর কাজ হল কমিশন ও অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত বা দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মধ্যস্থতা করা (ধারা ৪৮-২);
- আইন লঙ্ঘনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তি অভিযোগ করলে বা তথ্য-উপাত্ত প্রদান করলে ফেয়ার ট্রেড কমিশন যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদানের সুযোগ রয়েছে (ধারা ৬৪-২)।

৫.২.৭ Competition Act, 1998 (United Kingdom)

- কমিশন কর্তৃক অব্যহতি দেয়ার পরও যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত অব্যহতির অপব্যবহার করে তাহলে কমিশন লিখিতভাবে নোটিশ দিয়ে পূর্বের অব্যহতি বাতিল অথবা বিভিন্ন শর্তারোপ করতে পারে।
- যদি কোনো পক্ষ/পক্ষসমূহ মনে করে যে তাদের মধ্যে সম্পাদিত/সম্পাদিতব্য চুক্তিটি প্রতিযোগিতা আইনের লঙ্ঘন করতে পারে, সেক্ষেত্রে কোনো একটি পক্ষের/পক্ষসমূহের আবেদনের ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক পক্ষের/পক্ষসমূহের উক্ত চুক্তি বিষয়ে পরীক্ষা করতে পারে।
- কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো নথি/দলিল ধ্বংস করলে, মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করলে তিনি জরিমানা বা কারাদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হতে পারেন।

৫.২.৮ Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade (Act No. 54 of April 14, 1947) of Japan

- ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোগতাগণকে একচেটিয়া ও অযৌক্তিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে (ধারা ৩);
- বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা অথবা কোন প্রকার অন্যায্য বাণিজ্য চর্চা সৃষ্টিকারী যে কোন প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে (ধারা ৬);
- ধারা-৩ ও ধারা-৬ এর লঙ্ঘন করা হলে কমিশন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত ব্যবস্থা হতে আয়ের অংশ বিশেষ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করবে (ধারা ৭ (১)-৭২(১));
- প্রতিযোগিতা আইনে শিথিলতা বা Leniency Programme রয়েছে (ধারা ৭-৮(১)ক- ৭-(৪)(খ));
- বাণিজ্যিক সংগঠন/ Trade Association এর যেকোন ধরনের অন্যায্য বাণিজ্য চর্চায় নিষেধাজ্ঞা (ধারা ৮);

- জোটবদ্ধতার ক্ষেত্রে-শেয়ারহোল্ডিং (ধারা ১০), ইন্টারলকিং পরিচালক (ধারা ১৩), কোম্পানি ব্যাতিরেকে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে শেয়ার অর্জন/গ্রহণ (ধারা ১৪), কোম্পানির ক্ষেত্রে জোটবদ্ধতা (ধারা ১৫), কোম্পানিসমূহের বিভক্ত হওয়ায় (Split) (ধারা ১৫-২), কোম্পানিসমূহের যৌথভাবে শেয়ার হস্তান্তর (ধারা ১৫-৩), ব্যবসা অধিগ্রহণের বিধান (ধারা ১৬) রয়েছে।
- ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, চীন , ইউকে, সাউথ কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তাগণ তদন্তের প্রয়োজনে Dawn Raid করে থাকেন।

৫.৩ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

৫.৩.১ প্রতিযোগিতা পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিক সংস্থা

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development): ১৯৬৪ সালে আঙ্কটাড প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর জেনেভা। আঙ্কটাড ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও উন্নয়ন ইস্যু নিয়ে কাজ করে থাকে এবং প্রয়োজনে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। আঙ্কটাডের মূল উদ্দেশ্য হল ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, অর্থ ও প্রযুক্তিসহ উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রস্তুত করা। আঙ্কটাড প্রতিযোগিতা বিষয়ক মডেল “ল” তৈরি করেছে। এর আলোকে সদস্য দেশসমূহ প্রতিযোগিতা বিষয়ক আইন প্রণয়ন বা সংশোধন করতে পারবে। ১৯৮০ সালের ৫ ডিসেম্বর জাতিসংঘের ৩৫তম সাধারণ সভায় ৩৫/৬৩ নং রেজুলেশন মূলে The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices' অনুমোদন করা হয়। প্রতি বছর প্রতিযোগিতা আইন ও নীতি বিষয়ক আন্তঃদেশীয় বিশেষজ্ঞ দল প্রতিযোগিতা আইন ব্যবহার ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার ঘটাতে সম্মিলিতভাবে আলোচনা করে। United Nations Review Conferences পাঁচ বছর পরপর the set on competition policy রিভিউ করে থাকে। সর্বশেষ রিভিউ সম্মেলন অক্টোবর, ২০২০ মাসে (অনলাইন ও অফলাইন) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রধানগণ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

OECD-GFC (Organization for Economic Co-operation and Development-Global Forum on Competition): ওইসিডি-জিএফসি (OECD-GFC) ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা বিষয়ে ওইসিডি ও ওইসিডি বহির্ভূত সদস্যদের এক প্ল্যাটফর্মে এনে এর পরিধি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ওইসিডি-জিএফসি গড়ে তোলা হয়। প্রতি বছর ওইসিডি-জিএফসির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রায় ১০০টিরও বেশি কম্পিটিশন এজেন্সি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে থাকে। সরকারি এজেন্সির পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলি, আইনজীবী প্রমুখ প্রতিযোগিতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণও এতে অংশ নেন। এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত।

ICN (International Competition Network): ২০০১ সালে ICN গঠিত হয়। এর ভার্চুয়াল সদর দপ্তর কানাডায় অবস্থিত। আইসিএন হল প্রতিযোগিতা নিয়ে কাজ করা সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে সবচেয়ে বড় অনানুষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্ম। এর মূল লক্ষ্য হল সুষ্ঠু Competition policy প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করা। কাজের সুবিধার্থে আইসিএন ৫টি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেছে। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ফেব্রুয়ারি' ২০১৮ মাসে আইসিএন এর সদস্যপদ লাভ করেছে। ২০২১ সালের বার্ষিক সম্মেলন আগামী ১৩-১৫ অক্টোবর ভার্চুয়ালি বুদাপেস্ট, হাঙ্গেরিতে অনুষ্ঠিত হবে।

৫.৩.২ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কার্যক্রম

সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর

কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সংস্থার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ও সহযোগিতা জোরদার করা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কোরিয়ান ফেয়ার ট্রেড কমিশন এবং জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশনের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের কার্যক্রম চূড়ান্ত করেছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে।

UNCTAD সম্পর্কিত কার্যক্রম

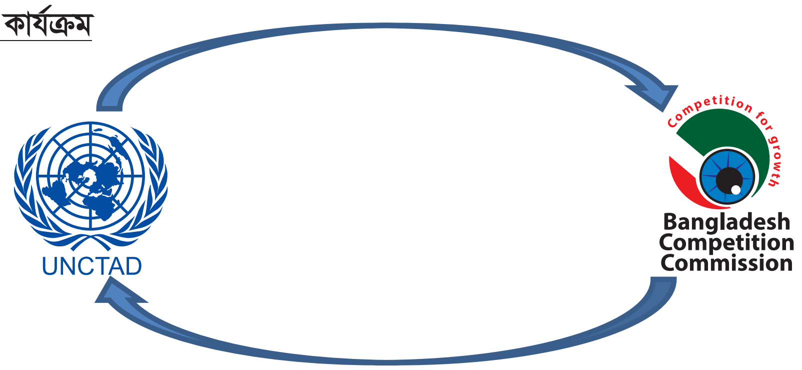

- **৮ম United Nations Conference on Competition and Consumer Protection এ অংশগ্রহণ:**
  UNCTAD কর্তৃক ৫ দিন ব্যাপী ৮ম ইউএন কম্পিটিশন এবং কনজ্যুমার প্রটেকশন বিষয়ক হাইব্রিড কনফারেন্স (অনলাইন/অফলাইন) ১৯-২৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখ জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সে জেনেভাস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের কমার্সিয়াল কাউন্সিলর জনাব দেবব্রত চক্রবর্তী অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং কমিশনের অন্যান্য সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দ ভার্চুয়ালি উক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।

8th UN Review Conference
ON COMPETITION AND CONSUMER PROTECTION
Palais des Nations, Geneva
19–23 October 2020

- **UNCTAD Model law on Competition: Revision of chapter XIII (Actions For Damages) সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত প্রদান:**
  UNCTAD সচিবালয় হতে প্রেরিত ই-মেইলে ৩০ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের মধ্যে Model law Gi chapter XIII (Actions For Damages) বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ তে এ ধরনের কোনো বিধান না থাকায় ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর সংশোধনীর ক্ষেত্রে বিবেচনাধীন মর্মে UNCTAD কে ৩০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে জানিয়ে দেয়া হয়।

- **UNCTAD এর Cross Border Cartels বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের কার্যক্রমের অংশগ্রহণ**
  বিগত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ক্রস বর্ডার কার্টেল ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বাংলাদেশ সহ ৪০ টিরও বেশি দেশ/কর্তৃপক্ষ অংশগ্রহণ করে। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন QUESTIONNAIRE ON COMBATING CROSS BORDER CARTELS বিষয়ক সার্ভে ফরম পূরণপূর্বক ১০ মার্চ ২০২১ তারিখে ইমেইলে প্রেরণ করেছে।

- **Peer Review Working Group (WGPR) এর কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততা**

  বিবেচ্য অর্থবছরে বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত UNCTAD এর Peer Review Working Group (WGPR) সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তাগণ ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও, UNCTAD এর Voluntary Peer Review কার্যক্রমের আওতায় বিগত ০৩ মে ২০২১ তারিখ কমিশনের ৮ম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Peer Review-র লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেনেভাস্থ বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে প্রেরণের উদ্দেশ্যে ২৭ মে ২০২১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয় যা ২৭ জুন ২০২১ সালে সুপারিশ সহকারে জেনেভাস্থ বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

  UNCTAD এর IGE সম্মেলন ০৭-০৯ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী ১৪ জুন ২০২১ তারিখে জেনেভাস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর হতে প্রাপ্ত ইমেইলে Comments to the current process of UNCTAD Voluntary Peer Review on Competition and on Consumer Protection Laws and Policies বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের মতামত প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। এপ্রেক্ষিতে, বিবেচ্য বিষয়ে ১৬ জুন, ২০২১ তারিখে জেনেভাস্থ স্থায়ী মিশনের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট মতামত প্রেরণ করা হলে তা UNCTAD কর্তৃক সদস্য রাষ্ট্রসমূহে বিতরণ করা হয়েছে।

ICN সম্পর্কিত কার্যক্রম

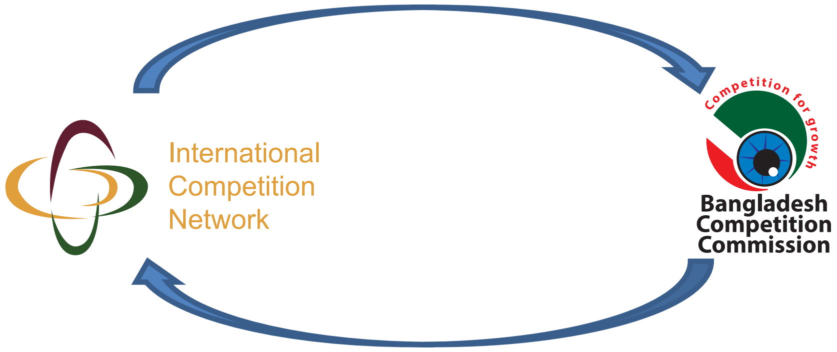

- **ICN 2020 Virtual Annual Conference এ অংশগ্রহণ:**

  International Competition Network (ICN) এর ১৯তম বার্ষিক সম্মেলন ১৪-১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটি মূলত মে মাসে লস এঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত হবার কথা থাকলেও কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতির কারণে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১২৯ টি দেশের প্রতিযোগিতা সংস্থা অংশগ্রহণ করে। উক্ত সম্মেলনে প্রতিযোগিতা আইনের প্রয়োগ ও ডিজিটাল অর্থনীতি নিয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এর বক্তব্যের একটি ভিডিও আপলোড করা হয় যা আইসিএন ওয়েবসাইটের শোকেসে প্রদর্শন করা হয়েছে।

Bangladesh
Competition
Commission

- **ICN Bridging Project –এ সম্পৃক্ততা**

  প্রথম বারের মতো বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ICN এর Bridging Porject এর সাথে সম্পৃক্ত হয়। এ প্রজেক্টের মাধ্যমে বিগত সময়ে ICN কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম (বিশ বছরের) সম্পর্কে নতুন সদস্য দেশকে অবহিত করা এবং ICN এর বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে সফলভাবে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে যে সকল প্রতিবন্ধতা রয়েছে তা দূরীকরণে সহায়তা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের Federal Trade Commission এবং Department of Justice এর Anti-trust Division বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে Bridging Project এর আওতায় সাহায্য প্রদান করছে। এরই অংশ হিসেবে ১০ মার্চ ২০২১ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের Federal Trade Commission এবং Department of Justice এর Anti-trust Division এর সাথে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভার্চুয়ালি একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

- **ICN এর বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা ও স্টাডি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ**

  বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ICN এর বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন সময়ে ICN কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে Study কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ICN এর Third Decade Project-Member Input Survey, ICN AEWG Agency Digitalization Questionnaire Case Prioritization and Intitiation, Sustainable Development And Competition Law বিষয়ক সার্ভে ফরম পূরণপূর্বক ICN বরাবর প্রেরণ করা হয়।

- **ICN Steering Group এর সদস্য এবং Advocacy Working Group এর Co-Chair বিষয়ক**

  বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ৮ম সভায় অনুমোদনক্রমে ICN Steering Group এর সদস্যপদ লাভ এবং Advocacy Working Group এর Co-Chair হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে আইসিএন-কে অবহিত হয়েছে।

- **পিএইচডি থিসিস কার্যক্রমে অংশগ্রহণ**

  বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন "Institutional Design and Organizational Effectiveness as success Factors for Competition Authorities" বিষয়ক পিএইচডি থিসিস কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

OECD-GFC সম্পর্কিত কার্যক্রম

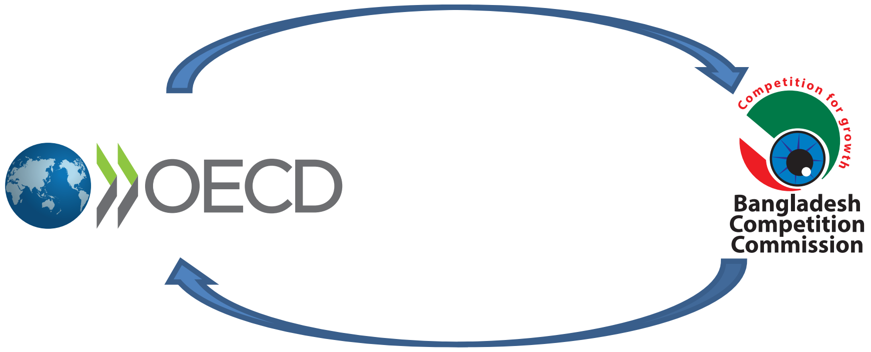

- **Special Meeting of High Level Representatives of Asia-Pacific Competition Authorities – Competition in Times of Covid-19 (Virtual)**

  ১৫ জুলাই ২০২০ তারিখে OECD-KPC কর্তৃক আয়োজিত Special Meeting of High Level Representatives of Asia-Pacific Competition Authorities – Competition in Times of Covid-19 বিষয়ক সভা ভার্চুয়ালি আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় কমিশনের সদস্য জনাব জি.এম. সালেহ উদ্দিন Covid-19 প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপ সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন।

Virtual sector specific workshop on Health sector

১৭ জুলাই ২০২০ তারিখে প্যারিস সময় সকাল ০৯:০০ টা থেকে বেলা ১:০০ টা পর্যন্ত জুম মিটিং এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত OECD-KPC web-workshop on health sector:16-21 July এর দ্বিতীয় কর্মদিবসে virtual sector specific workshop on Health sector শীর্ষক ওয়েবিনার এ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম "Enforcement experience sharing of health sector" বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। উক্ত ওয়েবিনারে অন্যান্য কম্পিটিশন কমিশনের পাশাপাশি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন । উল্লেখ্য OECD KPC কর্তৃক প্রকাশিত রিভিউতে চেয়ারপার্সন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের উক্ত উপস্থাপনা লিখিত আকারে স্থান পায় এবং Workshop এ কমিশনের চেয়ারপার্সন কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে OECD KPC কর্তৃক ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়।

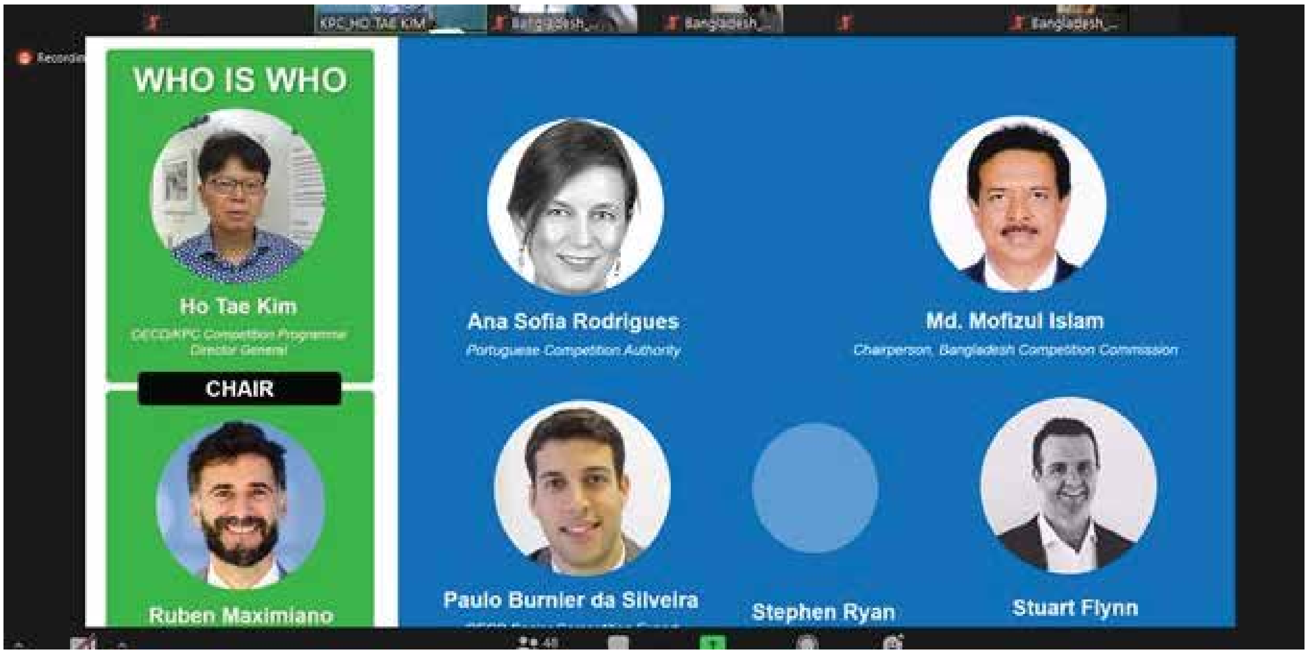
KPC_HO TAE KIM
Bangladesh_
Bangladesh_
Bangladesh_
WHO IS WHO
Ho Tae Kim
OECD/KPC Competition Programme
Director General
CHAIR
Ruben Maximiano
Ana Sofia Rodrigues
Portuguese Competition Authority
Md. Mofizul Islam
Chairperson, Bangladesh Competition Commission
Paulo Burnier da Silveira
Stephen Ryan
Stuart Flynn

Asia-Pacific edition of OECD Competition Trends বিষয়ক study তে অংশগ্রহণ

কমিশন জুন, ২০২১ সালে Questionnaire for Asia-Pacific edition of OECD Competition Trends বিষয়ক স্টাডি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬. ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ

একটি ভোক্তা ও ব্যবসা-বান্ধব সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা আইনের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ সমগ্র দেশব্যাপী উৎপাদিত, আমদানীকৃত ও রপ্তানী পণ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ও সেবা খাতসমূহের বিষয়ে গবেষণা বা স্টাডি পরিচালনা, পণ্য ও সেবার বাজার কাঠামো নির্ণয়, পণ্য ও সেবার বাজারে কার্টেল (Cartel), কর্তৃত্বময় (Dominant) অবস্থানের অপব্যবহার বা প্রতিযোগিতা বিরোধী কোনো চুক্তি বা কর্মকান্ড বিষয়ে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ এবং পণ্য ও সেবাভিত্তিক বাজার পর্যালোচনা করে থাকে। পণ্য ও সেবা খাতসমূহ নিয়ে অংশীজনের সাথে মতবিনিময় ও আলোচনা সভা আয়োজন করে থাকে। সর্বোপরি, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমকে বেগবান করার ক্ষেত্রে এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

৬.১. নিত্যপণ্যের বাজারে সম্ভাব্য কার্টেল প্রতিরোধের লক্ষ্যে আয়োজিত সভা

৬.১.১. ভোজ্য তেলের বাজারে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ যাচাই এবং বাজারে ভোজ্য তেলের মূল্য স্বাভাবিক ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে গত ২৮-০১-২০২১ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ (টিসিবি), বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ইত্যাদি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণসহ সেনা এডিবল অয়েল, টিকে গ্রুপ, সিটি গ্রুপ, গ্লোব এডিবল অয়েল, মেঘনা গ্রুপ, বাংলাদেশ পাইকারি ভোজ্য তেল ব্যবসায়ী সমিতি, ভোজ্য তেল সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, আমদানীকারক ও ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সিদ্ধান্ত

সভায় ভোজ্য তেলের বাজার সংশ্লিষ্টদের পারস্পরিক যোগসাজশের মাধ্যমে ভোজ্য তেলের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে নির্ধারণ না করা ও যে কোনো প্রকার প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত না হওয়ার বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া, কমিশনের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগকে এ বাজার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য (যেমন- ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও আমদানীকারকের সংখ্যা, বিগত সময়ে ভোজ্য তেলের বাজারে মূল্যের অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতি, আমদানির পরিমাণ ও চাহিদা ইত্যাদি) বিষয়ে দ্রুত একটি সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক কমিশনে সুপারিশ দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৬.১.২. পবিত্র রমজান মাসে অসাধু ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক পেঁয়াজের বাজারে অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ ও সরবরাহে কারসাজি প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে এ বাজার সংশ্লিষ্টদের নিয়ে গত ১৫-০৩-২০২১ তারিখে কমিশনে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ইত্যাদি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণসহ তাশো এন্টারপ্রাইজ, মের্সাস ঝর্না এন্টারপ্রাইজ, মের্সাস ব্রাদার্স ট্রেড এন্টারপ্রাইজ, হাফিজ কর্পোরেশন, এডিবল কর্পোরেশন, মের্সাস রফিক ট্রের্ডাস, জহির ট্রেডিং আইল্যান্ড ইত্যাদি পেঁয়াজ সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও আমদানিকারগনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সিদ্ধান্ত

উক্ত সভায় চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যথাসম্ভব পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদিত পেঁয়াজ বিনষ্ট হওয়া রোধে আধুনিক গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসন্ধান ও অনুসরণ, পেঁয়াজের ঘাটতি মৌসুমে চাহিদা ও যোগানের সমন্বয়ের মাধ্যমে বাজারে ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রেখে সঠিক পরিমাণ পেঁয়াজের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পেঁয়াজ আমদানির সঠিক সময় ও পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর ও সংস্থাকে পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া, পেঁয়াজের ঘাটতি মৌসুমে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না হওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য রেখে সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ পেঁয়াজ আমদানির জন্য আমদানিকারকগণকেও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৬.১.৩ পবিত্র রমজানসহ বছরের বিভিন্ন সময়ে চালের বাজারে অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ ও সরবরাহে কারসাজি প্রতিরোধের মাধ্যমে বাজারে চালের মূল্য স্বাভাবিক ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য গত ১৬.০৩.২০২১ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়, ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ (টিসিবি), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ও সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণসহ কতিপয় চাল ব্যবসায়ীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সিদ্ধান্ত

সভায় কমিশনের পক্ষ হতে চালের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সঠিকভাবে নিরুপণ, বছরের বিভিন্ন সময়ে চালের ঘাটতি ও সংকট মোকাবেলায় মাসভিত্তিক চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য পরিমাণ নিরুপণপূর্বক সরকারের খাদ্যগুদামসমূহে যথাযথ পরিমাণে চালের মজুদ নিশ্চিতকরণ, অটো রাইস মিলের মালিকদের কার্যক্রম তদারকির আওতায় নিয়ে আসা, চালের বাজারে যোগসাজশ তথা কার্টেল ও কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার রোধে বাজার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য সংগ্রহসহ কৃষকদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান ও শস্যবীমা চালুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর ও সংস্থাকে পরামর্শ দেয়া হয়।

৬.২. প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তি

প্রতিযোগিতা কমিশন সময়ে সময়ে জনগণকে বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রতিযোগিতা আইন বিষয়ে অবহিত করার নিমিত্ত "আলুর মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় গণবিজ্ঞপ্তি" (০৪-১১-২০২০), নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি (২৫-০২-২০২১); চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, পেঁয়াজ, ছোলা, চিনি, খেজুর ইত্যাদি পণ্যের বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি (১১-০৪-২০২১) এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা "(বেসরকারি হাসপাতাল ও বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টার)" এবং "কাঁচা, ওয়েট ব্লু, ক্রাস্ট ও ফিনিসড লেদার/চামড়া খাতের বাজার" সমূহে প্রতিযোগিতা পরিপন্থি কর্মকান্ড ও কর্তৃত্বময় অবস্থা বিরাজমান কিনা তা যাচাই ও সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি (১৫-০৬-২০২১) বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রচার করা হয়।

৬.৩. বাজার গবেষণা

ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ প্রতি বছর গুরুত্বপূর্ণ পণ্য বা সেবাখাত চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে গবেষণা বা স্টাডি পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় কমিশনের সভায় নির্ধারিত ২০২০-২১ অর্থবছরে **"স্বাস্থ্যসেবা খাতের বাজার "(বেসরকারি হাসপাতাল ও বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টার)" এবং "কাঁচা, ওয়েট ব্লু, ক্রাসড ও ফিনিসড লেদার/চামড়ার বাজার"** বিষয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দুটি স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে।

"স্বাস্থ্যসেবা খাতের বাজার (বেসরকারি হাসপাতাল ও বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টার)" বিষয়ক স্টাডির কার্যক্রমের Inception রিপোর্টের বিষয়ে বিশ্লেষণ ও মতামত সভা।

"কাঁচা, ওয়েট ব্লু, ক্রাসড ও ফিনিসড লেদার/চামড়ার বাজার" বিষয়ক স্টাডির কার্যক্রমের Inception রিপোর্টের বিষয়ে বিশ্লেষণ ও মতামত সভা।

৬.৪. ডাটাবেইজ তৈরি/প্রণয়ন

কমিশনের কাজের সুবিধার্থে ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিকভাবে চাল, ভোজ্য তেল, পেঁয়াজ, চামড়া ও রড এই ৫টি পণ্য খাত এবং স্বাস্থ্যসেবা, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস, পরিবহন ও যোগাযোগ এই ৩টি সেবাখাতকে নির্বাচিত করা হয়। ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংশ্লিষ্ট পণ্য ও সেবার বাজারের তথ্য (উদাহরণস্বরূপ: পেঁয়াজের ক্ষেত্রে পেঁয়াজের মাসভিত্তিক বাজার মূল্য, আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য, পেঁয়াজের আমদানি মূল্য ও আমদানির পরিমাণ, আমদানিকারকের তালিকা, মোট চাহিদার পরিমাণ, শীর্ষ ১০ আমদানিকারকের তথ্য, পেঁয়াজের সরবরাহ চেইন, অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ, পেঁয়াজের উৎপাদন ও সংরক্ষণ মৌসুম ইত্যাদি তথ্য) সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।

৬.৫. কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রণয়ন

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে **“Strengthening of the Bangladesh Competition Commission”** শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।
প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) মোট ব্যয়ঃ ১০০৪.৮১ লক্ষ টাকা (কথায়ঃ দশ কোটি চার লক্ষ একাশি হাজার টাকা)
    (১) রাজস্ব ব্যয়ঃ ৯১৬.৪১ লক্ষ টাকা (কথায়ঃ নয় কোটি ষোল লক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকা);
    (২) মূলধন ব্যয়ঃ ৮৮.৪০ লক্ষ টাকা (কথায়ঃ অষ্টআশি লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা);

(খ) অর্থায়নের উৎসঃ জিওবি;
    (ঘ) বাস্তবায়নকালঃ ১ অক্টোবর, ২০২১ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত;
    (ঙ) প্রধান কম্পোনেন্টসমূহঃ প্রশিক্ষণ, এ্যাডভোকেসি, রিসার্চ ও স্টাডি, Bangladesh Data Center Company Limited (BDCCL) এর 4TR Data centre connectivity, কলসালটেন্সি, ডাটাবেজ তৈরী, এবং আইসিটি-মাল্টিমিডিয়া ও অফিস সরঞ্জাম ইত্যাদি।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত “Strengthening of the Bangladesh Competition Commission” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে (অনুদান) বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন ।

সপ্তম অধ্যায়

৭.আইন ও বাস্তবায়ন বিভাগের কার্যক্রম

আইন ও বাস্তবায়ন বিভাগ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রকার বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করণ, আইনগত বিষয়ে মতামত প্রদান, বিনিয়োগকারীর বাজারে প্রবেশ (Entry) ও বের হওয়া (Exit) সংক্রান্ত বাঁধা দূর করা, প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি পর্যালোচনা, কমিশনের পক্ষে মামলা পরিচালনা ও জবাব দাখিল, মামলা সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণ, মামলার হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ, মামলার আদেশের সার্টিফাইড কপি ইস্যু করা, ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

৭.১ দায়েরকৃত এবং স্ব-প্রণোদিতভাবে আনীত মামলার বিবরণ

৭.১.১ দায়েরকৃত এবং স্ব-প্রণোদিত মামলা: ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ লংঘনের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের ভিত্তিতে নতুন ১১ টি মামলা রুজু করা হয়। এছাড়া, কমিশন স্ব-প্রণোদিতভাবে ৩ টি অভিযোগ আনয়ন করে। এ অর্থবছরে মোট মামলা ছিল ১৪ টি।

৭.১.২ মামলা নিস্পত্তি: এ বছর কোভিড মহামারীর কারণে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে দুটি মামলা কমিশন কর্তৃক নিস্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া, কমিশনের নিকট আবেদনক্রমে অভিযোগকারী কর্তৃক একটি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে (মামলা নং ০২/২০২০)। বছর শেষে নিম্নবর্ণিত মোট ১১ টি মামলা তদন্তাধীন ও শুনানী পর্যায়ে রয়েছে।

প্রতিযোগিতা আইনের আওতায় চলমান মামলাসমূহ

ক্রমিক	মামলা নং	বাদীপক্ষ	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মামলার সর্বশেষ অবস্থা
১।	০৩/২০২০	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ইভ্যালি ডট কম লিমিটেড	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩)(ক) এর বিধান লংঘন	শুনানী চলমান
২।	০৫/২০২০	এম এস সিদ্দিক এন্ড কোং ও অন্যান্য ১৩ (তের) ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	জনাব আকতার হোসেন, চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, র্যাংগস ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ধারা ১৬ এর বিধান লংঘন	শুনানী চলমান
৩।	০৬/২০২০	জনাব রাফেল কবির, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডিএনএস সফটওয়্যার লিমিটেড	রবি এক্সিয়াটা ও অন্যান্য ২ (দুই) প্রতিষ্ঠান	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ধারা ১৬ এর বিধান লংঘন	শুনানী চলমান
৪।	০৭/২০২০	জনাব পরিতোষ কান্তি সাহা, সভাপতি, নারায়নগঞ্জ লবণ মিল মালিক গ্রুপ	প্রতিপক্ষ সুনির্দিষ্ট নয়	অত্যাবশ্যকীয় পণ্য লবণের বাজারে সুষম প্রতিযোগিতা সৃষ্টিকরণ	শুনানীর অপেক্ষায় (আইন সম্মতভাবে অভিযোগটি বিবেচনাযোগ্য কিনা সে সম্পর্কে)
৫।	০৮/২০২০	জনাব মোঃ আনোয়ার ইসলাম (বাবুল), প্রোপাইটর, এম/এস মা ট্রেডাস	প্রতিপক্ষ সুনির্দিষ্ট নয়	An application for enlistment for C&F and transportation contract for releasing imported fertilizer (TSP/DAP) from mother vessels through Chattagram and Mongla Seaport by following proper tender process as per Competition law	শুনানীর অপেক্ষায় (আইন সম্মতভাবে অভিযোগটি বিবেচনাযোগ্য কিনা সে সম্পর্কে)

ক্রমিক	মামলা নং	বাদীপক্ষ	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মামলার সর্বশেষ অবস্থা
৬।	০৯/২০২০	জনাব তপন সেন গুপ্ত, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএসআরএম (নৌ-বীমার উপর)	প্রতিপক্ষ সুনির্দিষ্ট নয়	নৌ বীমার উপর অনুমোদিত বিশেষ প্রিমিয়াম হার (বিজ্ঞপ্তি নং-এম-৬৬/২০০৭ নং-৫, তারিখ: ১২-০৩-২০০৭) অব্যাহত রাখার অনুমতি প্রার্থনা।	আংশিকভাবে শুনানী হয়েছে। [বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।]
৭।	১০/২০২০	জনাব তপন সেন গুপ্ত, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএসআরএম (লাইটার জাহাজের উপর)	প্রতিপক্ষ সুনির্দিষ্ট নয়	লাইটার জাহাজের পরিবহন ভাড়া কমানো প্রসঙ্গে।	আংশিকভাবে শুনানী হয়েছে। [নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।]
৮।	০১/২০২১	জনাব আরিফ মোস্তফা, হেড অব বিজনেস, এম জি এইচ রেস্টুরেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড	ফুডপান্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান লংঘন	শুনানী চলমান
৯।	২/২০২১	প্রকৌশলী মুনীর উদ্দিন আহমেদ, সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কন্সট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিজ (বিএসিআই)	প্রতিপক্ষ সুনির্দিষ্ট নয়	সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এম এস রড তথা ইস্পাত সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিতে দেশের নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দেউলিয়া হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য হস্তক্ষেপ কামনা	শুনানীর অপেক্ষায় [কতিপয় প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মতামত চাওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে, GPH এবং BSRM এর মতামত পাওয়া গেছে।]
১০।	৩/২০২১	জনাব মো: জহুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	মুদ্রণ শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশে প্রতিযোগিতা আইনের যথাযথ প্রয়োগ বিষয়ে আনীত অভিযোগ।	শুনানীর অপেক্ষায় [জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর মতামত চাওয়া হয়েছে।]
১১।	৪/২০২১	জনাব নাজমুস সাদাত জামিল, লিগ্যাল ম্যানেজার, ইউনাইটেড ঢাকা টোবাকো কোম্পানি লিমিটেড	ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড, নিউ ডিওএইচএস রোড, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ধারা ১৬ এর বিধান লংঘন	শুনানীর অপেক্ষায়

৭.১.৩ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ (ধারা ১৯ অনুসারে):

মামলা নং- ০৩/২০২০ (স্বপ্রণোদিতভাবে) - ইভ্যালি ডট কম লিমিটেড ঈদ ধামাকা বিজ্ঞাপনে ক্যাশব্যাক অফারের মাধ্যমে সমন্বয় সংক্রান্ত শর্তযুক্ত বিক্রয়ের প্রস্তাবের অভিযোগ:

অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ইভ্যালি ডট কম লিমিটেডের ওয়েবসাইটে “ঈদ ধামাকা” নামে একটি অফার গত ১২ আগস্ট ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়। এতে বিভিন্ন পণ্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্যাশব্যাক অফার করা হয় যার পরিমাণ ৮০% থেকে ১৫০% পর্যন্ত। কমিশন স্বপ্রণোদিতভাবে এ বিষয়ে অনুসন্ধানপূর্বক মামলা গ্রহণ করে। ইভ্যালি ডট কম লিমিটেড কর্তৃক স্বীকৃতমতেই ইভ্যালির ঈদ ধামাকা অফার একটি শর্তযুক্ত অফার ছিল, যা প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপধারা (৩) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত “শর্তযুক্ত ব্যবস্থার” আওতায় পড়ে। উপরন্তু, ঈদ ধামাকা অফারের ৪ নং শর্ত প্রতিযোগিতা আইন,২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপধারা (৩) এর দফা (ক) এর বিধান লঙ্ঘনের সামিল। ইভ্যালি ডট কম লিমিটেডের বিজ্ঞ আইনজীবী এ বিষয়ে একমত

পোষণ করেন। এ প্রেক্ষাপটে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ইভ্যালি ডট কম লিমিটেড (প্রতিপক্ষ) এর বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক বিগত ১৫-০২-২০২১ তারিখে নিম্নরুপ অন্তর্বতীকালীন আদেশ প্রদান করা হয়:

> “প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপধারা (৩) এর দফা (ক) এর বিধান অনুসারে ঈদ ধামাকা বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত ক্যাশব্যাক অফারের ৬০% ও ৪০% সমন্বয় সংক্রান্ত শর্তযুক্ত বিক্রয় প্রতিযোগিতা বিরোধী বিধায় ইভ্যালি ডট কম লিমিটেড আগামী ২৪-০২-২০২১ তারিখের মধ্যে সফটওয়্যারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়নপূর্বক এ ধরনের ক্যাশব্যাক অফারের সমন্বয় সংক্রান্ত সকল বিক্রয় ব্যবস্থা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখবে।”

কমিশনের উক্ত অন্তর্বতীকালীন আদেশ প্রতিপালনপূর্বক ইভ্যালি ১৫-০৩-২০২১ তারিখে কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

৭.১.৪ নিষ্পত্তিকৃত গুরুত্বপূর্ণ মামলার সিদ্ধান্ত

মামলা নং ১/২০২০ (স্বপ্রণোদিতভাবে আনীত) - একাধিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে ছাত্রীদের ইউনিফর্ম সরবরাহে যোগসাজশের অভিযোগ:

একাধিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বাছাই ও তালিকাভুক্ত না করে কেবল মেসার্স চৌধুরী এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে ২০০৩ সাল হতে ছাত্রীদের ইউনিফর্ম সরবরাহের অভিযোগে ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং মেসার্স চৌধুরী এন্টারপ্রাইজের স্বত্ত্বাধিকারী জনাব মো: ইব্রাহিম মোল্লার বিরুদ্ধে কমিশন স্বপ্রণোদিতভাবে যোগসাজশের মাধ্যমে একচেটিয়া ব্যবসার অভিযোগ গ্রহণ করে। অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান, তদন্ত এবং বিস্তারিত শুনানীঅন্তে ২৪-০২-২০২১ তারিখে কমিশন আদেশ প্রদান করে। আদেশের উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

২। ২নং প্রতিপক্ষ মেসার্স চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ যোগসাজশের মাধ্যমে ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এককভাবে পোশাক সরবরাহ করে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপধারা (১) এর বিধান লংঘন করায় উক্ত আইনের ধারা ২০ এর বিধান অনুসারে ২নং প্রতিপক্ষ মেসার্স চৌধুরী এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী জনাব মোঃ ইব্রাহীম মোল্লার উপর উহার ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০ সালে ইউনিফর্ম বিক্রি বাবদ ১,১৯,৮৪,৫৮০/- (এক কোটি উনিশ লক্ষ চুরাশি হাজার পাঁচশত আশি টাকা মাত্র) টাকার বার্ষিক গড় টার্নওভারের ২% হিসেবে ৭৯,৮৯৭/- (উনআশি হাজার আটশত সাতানব্বই টাকা মাত্র) টাকা প্রশাসনিক আর্থিক জরিমানা হিসেবে আরোপ করা হলো।

অপরদিকে, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য না থাকলেও প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুসরণ না করে ২নং প্রতিপক্ষ মেসার্স চৌধুরী এন্টারপ্রাইজকে একচ্ছত্রভাবে দীর্ঘ সময়ব্যাপী শিক্ষার্থীদের পোশাক সরবরাহের ব্যবসা করার সুযোগ করে দেয়ায় ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃপক্ষকে ভবিষ্যতে এ ধরণের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হলো।

৩। কমিশনে মামলা শুনানীকালে বিগত ২৭-১০-২০২০ তারিখে সম্পাদিত ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ এবং মেসার্স চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ, ১০০, আজিমপুর রোড, লালবাগ, ঢাকা (অস্তিত্ববিহীন ঠিকানা) এর মধ্যে ০১-০৫-২০২০ তারিখ হতে ৩০-০৪-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকা সংক্রান্ত **“ভাড়াটিয়া চুক্তি”** প্রতিযোগিতা বিরোধী বিধায় উহা বাতিল ও অকার্যকর করার জন্য ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৪। ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ-

(১) শিক্ষার্থীদের পোশাকের জন্য প্রয়োজনে একটি Dress Code এবং Uniform Specification নির্ধারণ করতে পারবে;

(২) শিক্ষার্থীদের পোশাকের কাপড়, রং, ডিজাইন এবং মনোগ্রাম অভিন্ন রাখার উদ্দেশ্যে অভিভাবকবৃন্দকে অবহিত করে নির্ধারিত পোশাকের একটি নমুনা নির্বাচিত দর্জির দোকান/প্রতিষ্ঠানের নিকট সরবরাহ করবে;

(৩) একক উৎস বা একটি নির্দিষ্ট দোকান হতে পোশাক ক্রয়ের বাধ্যবাধকতা পরিহার করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ক্যাম্পাসের জন্য ন্যূনতম ৩ (তিন) টি সরবরাহকারী দর্জির দোকান/প্রতিষ্ঠান নির্বাচনপূর্বক (এলাকাভিত্তিক) প্রতিযোগিতামূলক সুষ্ঠু বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে যুগপৎভাবে পোশাক তৈরী এবং সংগ্রহের কাজ সম্পাদন করবে;

(৪) পোশাক সরবরাহকারী দর্জির দোকান/প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য বহুল প্রচারিত ২ (দুই) টি জাতীয় দৈনিক বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে নির্দিষ্টকৃত তারিখের মধ্যে বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করবে;

(৫) স্কুল এন্ড কলেজের নোটিশ বোর্ডসহ প্রকাশ্য স্থানে এবং নির্বাচিত দর্জির দোকানে পোশাকের মূল্য তালিকা (অধ্যক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত) প্রদর্শন করবে এবং নির্ধারিত মূল্যে পোশাক বিক্রি হচ্ছে কিনা তা তদারকি করবে;

(৬) প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় পণ্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর বিধানাবলী অক্ষুন্ন রাখার এবং দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিহার করার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

৬। পণ্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিহারের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুসরণের জন্য দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

মামলা নং- ০৪/২০২০ (স্বপ্রণোদিতভাবে আনীত) - রাজধানী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ শাখা-২ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট দোকান হতে স্কুল ড্রেস ক্রয়ে বাধ্য করার অভিযোগ

রাজধানী আইডিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষ ২০১৯ সাল হতে শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে স্কুল ড্রেস ক্রয়ের সুযোগ হতে বঞ্চিত করে সুরভি টেইলার্স নামীয় একটি দর্জি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে এককভাবে স্কুল ড্রেস ক্রয়ে বাধ্য করে, যা প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এর বিধানের লঙ্ঘন। রাজধানী আইডিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একক প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষার্থীদেরকে স্কুল ড্রেস ক্রয়ে বাধ্য করার বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতভাবে প্রমাণিত হয়। শুনানী চলাকালীন সময়ে রাজধানী আইডিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষ সুরভি টেইলার্স হতে স্কুল পোশাক সংগ্রহের বিষয়টি বন্ধ করে এবং কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবে মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়। সে কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষকে কতিপয় নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়। আদেশের উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

২। রাজধানী আইডিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষ -

(১) শিক্ষার্থীদের স্কুল পোশাকের জন্য প্রয়োজনে একটি Dress Code এবং Uniform Specification নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(২) স্কুল ড্রেসের কাপড়, রং, ডিজাইন এবং মনোগ্রাম অভিন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে অভিভাবকবৃন্দকে অবহিত করিয়া মনোনীত পোশাকের একটি নমুনা নির্বাচিত দর্জির/প্রতিষ্ঠানের নিকট সরবরাহ করিবে;

(৩) একক উৎস বা একটি নির্দিষ্ট দোকান হইতে পোশাক ক্রয়ের বাধ্যবাধকতা পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে নূনতম ৩ (তিন) টি দর্জির দোকান নির্বাচনপূর্বক (এলাকা ভিত্তিক) প্রতিযোগিতামূলক সুষ্ঠু বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে যুগপৎভাবে ড্রেস তৈরী এবং সংগ্রহের কাজ সম্পাদন করিবে;

(৪) দর্জির দোকান নির্বাচনের জন্য বহুল প্রচারিত ২ (দুই) টি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে নির্দিষ্টকৃত তারিখের মধ্যে বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে; এবং

(৫) স্কুলের যাবতীয় সামগ্রী, পণ্য, সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর বিধানাবলী অক্ষুন্ন রাখিবার এবং দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিহার করিবার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাশীল থাকিবে।

৭.২ রিট পিটিশন সংক্রান্ত মামলার কার্যক্রম

মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৬ টি রিট পিটিশনে কমিশনের চেয়ারপার্সনকে রেসপন্ডেন্ট করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে ৩টি রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ৩টি রিট পিটিশন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। ইতিপূর্বে, কমিশনের রিট মামলাসমূহ হাইকোর্ট বিভাগে পরিচালনার জন্য কোন আইনজীবী নিযুক্ত ছিল না। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে এ বিষয়ে আলোচনাক্রমে মন্ত্রণালয়ের ১৭/০২/২০২১ তারিখের ২৬.০০.০০০০.০৯৫.০৪.০০৪.২০২১-৬১ নং স্মারকের মাধ্যমে কমিশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট পিটিশনসমূহ পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয়ের দুজন প্যানেল আইনজীবীকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীর

কারণে হাইকোর্ট বিভাগে মামলার কার্যক্রম সীমিত আকারে চলছে। তাৎক্ষণিক পর্যালোচনার সুবিধার্থে নিম্নে রিট মামলাসমূহের বর্তমান হালনাগাদ অবস্থা (নিষ্পত্তিকৃত এবং নিষ্পন্নাধীন) উল্লেখ করা হলো।

টেবিল ১: মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশনসমূহ (নিষ্পত্তিকৃত)

ক্র: নং	রিট পিটিশন নং	বাদীপক্ষ	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মামলার সর্বশেষ অবস্থা	মন্তব্য
১।	১৩২৮৭/ ২০১৮	জনাব আব্দুল আলিম, পিতা- আব্দুল ওয়ারিশ এবং অন্যান্য	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৭ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	মালয়েশিয়ায় জি-টু-জি প্লাস প্রক্রিয়ায় কর্মী প্রেরণে ১০ (দশ) রিক্রুটিং এজেন্সির জোট গঠন বিষয়ে ওলিগোপলি প্রতীয়মান হবার প্রেক্ষাপটে পিটিশনার সংক্ষুব্ধ হয়ে বর্ণিত রিট পিটিশন দায়ের করেন।	"Result: Discharged" [তথ্য/ সূত্রঃ সুপ্রিম কোর্টের ওয়েব পোর্টাল; তারিখঃ ০৩-০৮- ২০২১]	ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা কর্তৃক রিট পিটিশনের আদেশের অনুলিপি পাওয়া গেছে।
২।	২২০৬/ ২০১৯ ৬৩৭৯/ ২০১৯	গ্রামীণ ফোন লিমিটেড	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৫ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন গ্রামীণ ফোন লি: কে বিগত ১৮-০২-২০১৯ তারিখে ০৭২ নং স্মারকে এবং ১৮-০২-২০১৯ তারিখে ০৭৩ নং স্মারকে গ্রামীণ ফোনের বাজারে MNP ও QoS এর মাধ্যমে বাজারে একাধিপত্য বিস্তার প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করার প্রেক্ষাপটে পিটিশনার গ্রামীণ ফোন লি: সংক্ষুব্ধ হয়ে বর্ণিত রিট পিটিশন দায়ের করে।	বিগত ০২-০৪-২০১৯ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক রিট পিটিশনটি ডিসচার্জ করা হয়েছে। [তথ্য/ সূত্রঃ প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশা ।]	-----
৩।		গ্রামীণ ফোন লিমিটেড	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৭ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ১০-০২-২০১৯ তারিখে ০৫৪ স্মারক এবং ৩০-০৫-২০১৯ তারিখে ১৫৮ নং স্মারকে গ্রামীণ ফোন লি: কে তাদের নির্ধারিত SMP (Significant Market Power) হিসেবে ফোনের বাজারে একাধিপত্য বিস্তার প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করার প্রেক্ষাপটে পিটিশনার গ্রামীণ ফোন লি: সংক্ষুব্ধ হয়ে বর্ণিত রিট পিটিশন দায়ের করে।	"Result: Disposed of" [তথ্য/ সূত্রঃ সুপ্রিম কোর্টের ওয়েব পোর্টাল; তারিখ: ০৩-০৮-২০২১]	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশা কর্তৃক প্রেরিত ০১ জুন, ২০২১ তারিখের পত্রে বিষয়টির উল্লেখ আছে।

টেবিল ২: মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশনসমূহ (নিষ্পত্তির অপেক্ষায়)

ক্র: নং	রিট পিটিশন নং	বাদীপক্ষ	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মামলার সর্বশেষ অবস্থা	মন্তব্য
১।	১৬৬০৫/ ২০১৭	জনাব এস এম খোরশেদুল আমিন পিতা-মৃত এস এম রফিকুল আমিন	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৩ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	মামলার পিটিশনার চিটাগাং কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস এসোসিয়েশন (সিএন্ডএফ) ব্যবসা পরিচালনা করার প্রেক্ষাপটে সিএন্ডএফ সেবা প্রদানের জন্য আহুত দরপত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যথাযথ বিধি মোতাবেক অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে চিটাগাং কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস এসোসিয়েশন (সিএন্ডএফ) হতে পিটিশনার নীতিমালা ভঙ্গ করেছে বলে জানানো হলে পিটিশনার সংক্ষুদ্ধ হয়ে বর্ণিত রিট পিটিশন দায়ের করেন।	"Result: Extended for a further period of 01 (one) year." [তথ্য/ সূত্র: সুপ্রিম কোর্টের ওয়েব পোর্টাল; তারিখঃ ০৩-০৮- ২০২১]	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এর বিগত ১৯-০৩- ২০১৮ তারিখের ২৬.১২.০০০০. ১০৪. ০৪.০০২.১৮-১১৭ নং পত্রে বিজ্ঞ সলিসিটর বরারব রিট পিটিশন এর আর্জির জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার তৌফিক আনোয়ার চৌধুরীকে রিট পিটিশনটি পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
২।	১৫৮৩২/ ২০১৮	জনাব এস এম খোরশেদুল আমিন, পিতা-মৃত এস এম রফিকুল আমিন	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৬ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	চিটাগাং কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস এসোসিয়েশন (সিএন্ডএফ) প্রতিযোগিতা আইনের পরিপন্থী তাদের সাধারণ নীতিমালার শিরোনামে বাধ্যতামূলক সি এন্ড এফ কমিশন হার নির্ধারণ করে বাস্তবায়নের জন্য সকল সদস্যকে নির্দেশ করার প্রেক্ষাপটে পিটিশনার সংক্ষুব্ধ হয়ে বর্ণিত রিট পিটিশন দায়ের করেন।	বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের Cause list এ সর্বশেষ তথ্য সন্নিবেশের অপেক্ষায়। [তথ্য/সূত্র: সুপ্রিম কোর্টের ওয়েব পোর্টাল; তারিখ : ০৩-০৮-২০২১]	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশাকে রিট পটিশনটি পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
৩।	৩১৩২/ ২০২১	লিগ্যাল ভয়েস ফাউন্ডে-শন, ঢাকা	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (৩ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২, এর ধারা ২৯(১)(খ), ২৯(১) প্রভিসো (খ), ৩১(৩), ৩১(৪) এবং ৩১(৬) কে চ্যালেঞ্জ করে রিট পিটিশনটি দায়ের করা হয়েছে।	সুপ্রিম কোর্টের ওয়েব পোর্টালে এ বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি।	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশাকে রিট পিটিশনটি পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৭.৩ বিধিমালা ও প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন ও উহা চূড়ান্তকরণ

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৪৩ এবং ধারা ৪৪ এর বিধান অনুসারে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বিধিমালা এবং প্রবিধানমালা প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে বিধিমালা এবং প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল:-

৭.৩.১ বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্র

ধারা ৪৩ এর বিধান অনুসারে সরকার উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং কতিপয় ধারায় উল্লিখিত বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করবে। যে সব ধারায় বিধিমালা প্রণয়নের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা হল:

ক্রমিক নং	ধারা	বিষয়
১।	৭ (২)	চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণের চাকুরীর শর্তাবলী সংক্রান্ত;
২।	৮	কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সংক্রান্ত;
৩।	১২ (৩)	কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলী সংক্রান্ত;
৪।	৩১ (২)	তহবিলের পরিচালনা ও প্রশাসন; এবং
৫।	৪৩	সার্বিকভাবে আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় বিধানাবলী

৭.৩.২ প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষেত্র:

ধারা ৪৪ এর বিধান অনুসারে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কতিপয় ধারায় উল্লিখিত বিষয়ে প্রবিধানমালা প্রণয়ন করবে। যে সব ধারায় প্রবিধানমালা প্রণয়নের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা হলঃ

ক্রমিক নং	ধারা	বিষয়
১।	১৮ (২)	তদন্ত পরিচালনা সংক্রান্ত;
২।	২১ (১), ২১ (২)	জোটবদ্ধতা সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের অনুমোদন, অনুসন্ধান এবং তদন্ত ও পরবর্তী কার্যক্রম;
৩।	২৯ (১)	কমিশনের আদেশ পুনর্বিবেচনা, আপিল, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধানাবলী, ফরম, ফি, ইত্যাদি;
৪।	৩১ (৫)	কমিশনের তহবিল ব্যবস্থাপনা, অর্থ উত্তোলন, ইত্যাদি; এবং
৫।	৪৪	সার্বিকভাবে, আইন ও বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা সাপেক্ষে, আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় বিধানাবলী।

৭.৩.৩ প্রণীত বিধিমালা

১। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (চেয়ারপার্সন ও সদস্য) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫ নামীয় একটি বিধিমালা এস.আর.ও নং ৯০-আইন/২০১৫ মূলে বিগত ৪ মে, ২০১৫ তারিখে প্রণয়ন ও জারি করা হয়।

২। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ২০১৯ নামীয় একটি বিধিমালা এস. আর. ও নং ৪১-আইন/২০১৯ মূলে বিগত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে প্রণয়ন ও জারি করা হয়।

৭.৩.৪ কমিশন কর্তৃক চূড়ান্তকৃত খসড়া প্রবিধানমালা

(১) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন অভিযোগ ও বিচারিক কার্যধারা প্রবিধানমালা, ২০২১
(২) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন তহবিল ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা, ২০২১
(৩) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (সভা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা ২০২১

৭.৩.৫ কমিশন কর্তৃক পরীক্ষাধীন বিধিমালা ও প্রবিধানমালা

(১) প্রতিযোগিতা আইন এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃত্বময় (Dominant) অবস্থানের অপব্যবহার এবং জোটবদ্ধতা (Combination) নিষিদ্ধকরণ, ইত্যাদি বিষয়ে বিধিমালা বা ক্ষেত্রমত প্রবিধানমালা প্রণয়নের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে।

(২) ধারা ৪৩ এর বিধান অনুসারে আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

(৩) ধারা ৪৪ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন এবং সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণের বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

৭.৪ কমিশন এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মধ্যে মতামত বিনিময়

কমিশন কর্তৃক নিম্নবর্ণিত সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের নিকট হতে মতামত চাওয়া ও গ্রহণ করা হয়েছে।

১। মামলা নং ০৯/২০২০ এর বিষয়ে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

২। মামলা নং ১০/২০২০ এর বিষয়ে নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর এর মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। মামলা নং ০৩/২০২১ এর বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর মতামত চাওয়া হয়েছে।

৪। মামলা নং ০২/২০২১ এর বিষয়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নিকট মতামত চাওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে, GPH এবং BSRM এর মতামত পাওয়া গেছে।

অষ্টম অধ্যায়

৮. অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগ

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ "অনুসন্ধান ও তদন্ত" বিভাগ। বাজারে বিদ্যমান ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি, ওলিগোপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডসমূহ অনুসন্ধান ও তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলে কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করাই এ বিভাগের দায়িত্ব।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বিঘ্নিত হলে অথবা বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকলে বিদ্যমান প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কমিশন বরাবরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা সংক্ষুব্ধ যে কেউ আবেদন করতে পারে। এরুপ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের "অনুসন্ধান ও তদন্ত" বিভাগ হতে প্রাথমিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা আইনের প্রযোজ্যতা যাচাই করা হয়। অনুসন্ধানের প্রাথমিক সত্যতার ভিত্তিতে যথাযথ তদন্তপূর্বক কমিশন আনীত অভিযোগের বিষয়ে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাবে।

৮.১ অনুসন্ধান কার্যক্রম

বিভিন্ন ব্যক্তি/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা সংক্ষুব্ধ যে কেউ বাংলাদেশের ভৌগোলিক বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বিঘ্নিত হলে অথবা বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকলে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কমিশন বরাবরে আবেদন করতে পারে। এরূপ আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রাথমিক অনুসন্ধান করে প্রতিযোগিতা আইন প্রয়োগের প্রযোজ্যতা প্রাথমিকভাবে যাচাই করে থাকে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে দায়েরকৃত/প্রাপ্ত অভিযোগের বিপরীতে অনুসন্ধান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত-সার নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	অভিযোগ নম্বর	বিষয়	প্রতিবেদন দাখিল	প্রাথমিক সত্যতা নিরুপণ	মন্তব্য
০১.	০৬	র‌্যাংগস ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড বনাম এমএস সিদ্দিক এন্ড কোং ও অন্যান্য ১৩ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান	১৬-০১-২০২০	অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা নিরুপণ করা হয়েছে	--
০২.	১১	রাজধানী আইডিয়াল স্কুল	৩০-০১-২০২০	অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা নিরুপণ করা হয়েছে	--
০৩.	১৩	ইভ্যালি ডট কম লিমিটেড এর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক স্ব-প্রণোদিত মামলা	২৮-১০-২০২০	অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা নিরুপণ করা হয়েছে	--
০৪.	১৪	ডিএনএস সফটওয়্যার লিমিটেড বনাম রবি এক্সিয়াটা, গ্রামীণ ফোন গং	২৭-১২-২০২০	অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা নিরুপণ করা হয়েছে	--
০৫.	১৫	নারায়ণগঞ্জ লবণ মিল মালিক সমিতি কর্তৃক দাখিলকৃত মামলা	২৭-১২-২০২০	--	অধিকতর তথ্যের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলের সুপারিশ করা হয়েছে।
০৬.	১৬	মা ট্রেডার্স বনাম বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (বিএডিসি)	২৯-১২-২০২০	--	রিট মামলা নম্বর-৬১৭৩/২০২০ মহামান্য হাইকোর্টে চলমান রয়েছে

০৭.	১৭	বিএসআরএম (নৌ-বীমা বিষয়ক) বনাম বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)	২৯-১২-২০২০	--	পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে অভিযোগকারীকে শুনানীর জন্য সুপারিশ করা হয়েছে
০৮.	১৮	বিএসআরএম (লাইটার জাহাজ ভাড়া সংক্রান্ত) বনাম ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল (ডব্লিউটিসি)	২৯-১২-২০২০	অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা নিরুপণ করা হয়েছে	
০৯.	১৯	ফুডপান্ডা (বাংলাদেশ) লিমিটেড বনাম এমজি এইচ রেস্টুরেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড	০৩-০১-২০২১	অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা নিরুপণ করা হয়েছে	
১০.	২০	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি (বিএসিআই) বনাম বিএসআরএম স্টিল লিমিটেডসহ ৪টি প্রতিষ্ঠান	১৮-০৭-২০২১		
১১.	২১	বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি বনাম জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)	৩০-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১ --		জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)'র চেয়ারম্যান হতে মতামত চাওয়া হয়েছে।
১২.	২২	ইউনাইটেড ঢাকা টোব্যাকো লিমিটেড বনাম ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড		অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা নিরুপণ করা হয়েছে	
১৩.	২৩	সরকারি সার পরিবহণে দরপত্র জালিয়াতির বিষয়ে প্রতিযোগিতা কমিশনের স্ব-প্রণোদিত অভিযোগ			অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান

৮.২ তদন্ত কার্যক্রম

বিদ্যমান প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ১৮ ধারামতে, সম্পাদিত কোন চুক্তি বা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহারের কারণে সংশ্লিষ্ট বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মর্মে কমিশনের প্রতীতি জন্মালে অথবা কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত হলে তা তদন্তের বিধান রয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে অভিযোগের নিবিড়, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বস্তুনিষ্ঠ তদন্তের নিমিত্ত কমিশনের সিদ্ধান্তক্রমে তদন্ত কর্মকর্তা/তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তকালে আনীত অভিযোগের আইনগত ভিত্তি নির্ধারণ, বাজার সংশ্লিষ্টতা যাচাই, বাজারে প্রতিযোগিতার বিরুপ প্রভাব নির্ধারণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব, ভোক্তা স্বার্থ এবং সর্বোপরি, অভিযোগ প্রমাণের জন্য উপাদান চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনা হয়।

অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য, সাক্ষ্য-প্রমাণাদি এবং সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও দালিলিক প্রমাণকসহ বিদ্যমান প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর আলোকে তদন্তকার্য সম্পাদন করে কমিশন বরাবরে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। বস্তুনিষ্ঠ তদন্তের ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক আনীত অভিযোগের বিষয়ে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তদন্ত কার্যক্রম প্রতিযোগিতা কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডগুলোর একটি যা আইন এবং বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে দায়েরকৃত/প্রাপ্ত অভিযোগের বিপরীতে তদন্ত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত-সার নিম্নরূপ :

ক্র: নং	অভিযোগ নম্বর	বিষয়	তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল	তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	মন্তব্য
০১.	০৫	ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ এর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক স্ব-প্রণোদিত মামলা	তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	১৩-০১-২০২১	নিষ্পত্তি হয়েছে
০২.	০৬	র‌্যাংগস ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড বনাম এম এস সিদ্দিক এন্ড কোং ও অন্যান্য ১৩ (তের) টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মামলা	তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	১৮-০৮-২০২১	কমিশনে শুনানী চলছে
০৩.	১১	রাজধানী আইডিয়াল স্কুল	অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল কর হয়েছে।	৩০-০১-২০২০	অনুসন্ধান প্রতিবেদন এর মতামতের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হয়েছে
০৪.	১৩	ইভ্যালি ডট কম লিমিটেড এর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃকস্ব-প্রণোদিত মামলা	----	----	তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে
০৫.	১৪	ডিএনএস সফটওয়্যার লিমিটেড বনাম রবি এক্সিয়াটা, গ্রামীণফোন গং	----	-----	তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে
০৬.	১৫	নারায়নগঞ্জ লবণ মিল মালিক সমিতি কর্তৃক দাখিলকৃত মামলা	-----	----	অভিযোগের বিষয়ে কমিশনে শুনানী চলমান
০৭.	১৬	মা ট্রেডার্স বনাম বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (বিএডিসি)	-----	----	অভিযোগের বিষয়ে কমিশনে শুনানী চলমান
০৮.	১৭	বিএসআরএম (নৌ-বীমা বিষয়ক) বনাম বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ(আইডিআরএ)	-----	---	অভিযোগের বিষয়ে কমিশনে শুনানী চলমান
০৯.	১৮	বিএসআরএম (লাইটার জাহাজ ভাড়া সংক্রান্ত) বনাম ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল (ডব্লিউটিসি)	----	---	অভিযোগের বিষয়ে কমিশনে শুনানী চলমান
১০.	১৯	ফুডপান্ডা (বাংলাদেশ) লিমিটেড বনাম এমজিএইচ রেস্টুরেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড	তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	২৩-০৬-২০২১	অনুসন্ধান ও তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। কমিশনে শুনানী চলমান রয়েছে।
১১.	২২	ইউনাইটেড ঢাকা টোব্যাকো লিমিটেড বনাম ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড	----	----	কমিশনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে

৮.৩ অন্যান্য কার্যক্রম

৮.৩.১ গোয়েন্দা ইউনিট ও গোয়েন্দা সেল গঠন:

কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অরগানোগ্রামের আলোকে কমিশনে গোয়েন্দা ইউনিট ও গোয়েন্দা সেল গঠনের প্রাথমিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.৩.২. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/কর্মসূচি

২০২০-২০২১ অর্থবছরে “অনুসন্ধান ও তদন্ত” অনুবিভাগ কর্তৃক “Investigation Technique” বিষয়ে ০৩(তিন) দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। তদুপরি, অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমের মৌলিক বিষয়াদিসহ তদন্তের ধরণ, প্রকৃতি, অগ্রগতি ও কৌশল তথা “Investigation Technique” শীর্ষক ০২ (দুই) দিনের ইন-হাউজ (অভ্যন্তরীণ) প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

৮.৩.৩ অনুসন্ধান ও তদন্ত গাইডলাইন প্রণয়ন

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের বিষয়ে মূলত ০২ (দুই) ধরণের কার্যক্রম গৃহীত হয়ে থাকে : (০১) অনুসন্ধান ও (০২) তদন্ত।

অনুসন্ধান পর্যায়ে সাধারণত: আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা যাচাই করা হয়। এক্ষেত্রে, অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনান্তে প্রতিযোগিতা আইনের আওতায় কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি-না বা কোনো বিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা হয়। অনুসন্ধানে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেলে কমিশনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। প্রাপ্ত অভিযোগ বা স্ব-প্রণোদিতভাবে গৃহিত বিষয়াদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও তদন্তের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক চূড়ান্তকৃত খসড়া প্রবিধানমালা, কমিশন কর্তৃক এ যাবৎ পরিচালিত অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম অনুশীলনের আলোকে একটি অনুসন্ধান ও তদন্ত গাইডলাইন তৈরির বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে অনুসন্ধান ও তদন্ত গাইডলাইনের খসড়া প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

নবম অধ্যায়

৯. কমিশনের অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

৯.১ কমিশনের অর্জন

মার্চ, ২০২০ থেকে পূর্ণাঙ্গ কমিশনের যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ সময়ব্যাপী কোভিড-১৯ এর কারনে কমিশনের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হলেও আইন অনুযায়ী কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের ক্ষেত্রে কমিশনের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত অর্থবছরে একনজরে কমিশনের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

- কমিশনের নিজস্ব জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে। ১৩-১৬ তম গ্রেডের ১৫ জন কর্মচারী যোগদান করেছেন, ৯ম-১০ম গ্রেডের ১১ জন কর্মচারীর নিয়োগ/যোগদানপূর্ব পুলিশ ভ্যারিফিকেশন চলছে।
- তিনটি প্রবিধানমালার চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন এবং মার্জার ও একুইজিশন প্রবিধানমালা পরীক্ষাধীন রয়েছে;
- তিনটি মামলার রায়/আদেশ প্রদান করা হয়েছে;
- টি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ১১ টি গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানী চলছে।
- বিভাগীয় পর্যায়ে ০৩ টি ও জেলা পর্যায়ে ০২ টি সহ মোট ০৮ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১২ (বারো) টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে;
- UNCTAD, ICN ও OECD-GFC এর বার্ষিক ও বিশেষ সম্মেলনে অংশগ্রহণসহ অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে কমিশনের সম্পৃক্ততা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে;
- কমিশন ICN Bridging Project কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় US Federal Trade Commission ও Department of Justice এর Anti Trust Division কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান করছে;
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং জেনেভাস্থ বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের সহযোগিতায় প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review এর বিষয়ে UNCTAD এর সাথে প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;
- আন্তর্জাতিক সংস্থা UNCTAD এবং বিশ্বের ০৮ টি দেশের প্রতিযোগিতা আইন পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের জন্য অনুসরণযোগ্য উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে;
- বাজার গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে “স্বাস্থ্যসেবা খাতের বাজার (বেসরকারি হাসপাতাল ও বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টার)” ও “কাঁচা, ওয়েট ব্লু, ক্রাসড ও ফিনিসড লেদার/চামড়ার বাজার” বিষয়ক দুটি স্টাডি পরিচালনা করা হয়েছে;
- কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে “Strengthening of the Bangladesh Competition Commission” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে যা সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে;

৯.২ চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন একটি নতুন প্রতিষ্ঠান। বাজার অর্থনীতির যুগে ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তা বজায় রাখা বড় চ্যালেঞ্জ। কমিশন বর্তমানে যে চ্যালেঞ্জসমূহের সম্মুখীন, সেগুলো হচ্ছেঃ

৯.২.১ বিধিমালা-প্রবিধানমালা প্রণয়ন: আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বেশ কয়েকটি বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি বিধিমালা এবং প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হলেও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বেশ কয়েকটি বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক, যা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। কারিগরি প্রকৃতির এই কাজটি দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা একটি চ্যালেঞ্জ।

৯.২.২ দেশব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিযোগিতা সংস্কৃতি গড়ে তোলা: দেশের সাধারণ জনগণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে

সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণী পেশার অধিকাংশ মানুষের কাছে এখনো প্রতিযোগিতা আইন এবং প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যপরিধি তেমন একটা পরিচিতি লাভ করেনি। এ বিষয়ে দেশব্যাপী ব্যাপক এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে অবহিতকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সর্বত্র প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা কমিশনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

৯.২.৩ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি: কমিশনের জনবলের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে বিদেশে নিবিড় প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। একটি কার্যকর ও গতিশীল কমিশনের জন্য দক্ষ মানব সম্পদের বিকল্প নেই।

৯.২.৪ তথ্য ভান্ডার স্থাপন: প্রতিযোগিতা আইনটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাজারে বিদ্যমান ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পণ্য ও সেবার যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে সঠিক সময়ে দ্রুততার সাথে অপরাধ এবং অপরাধীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার এবং, ক্ষেত্রবিশেষে, আধুনিক সফটওয়্যার ভিত্তিক তথ্য ভান্ডার না থাকার কারণে সরকারকে কমিশন কর্তৃক, সময়ে সময়ে, কার্যকর পরামর্শ প্রদান করা সম্ভব হয় না। এটি একটি চ্যালেঞ্জ।

৯.২.৫ ডিজিটাল অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড মোকাবিলা: দেশের ক্রমবিকাশমান ই-কমার্সের প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিতকরণ ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কমিশনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

৯.২.৬ ফরেনসিক এনালিসিস, কার্যকর অনুসন্ধান ও তদন্ত টুলস প্রনয়ন: বাজারে বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কর্মকান্ড চিহ্নিত করা সহ আলামত ও প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও ফরেনসিক এনালিসিস, কার্যকর অনুসন্ধান ও তদন্ত টুলস প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এতে তদন্তের প্রক্রিয়া আরও সহজ ও বেগবান হবে।

৯.৩ করণীয়

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কাজের গতিশীলতার জন্য কতিপয় করণীয় উত্থাপন করা হলঃ

৯.৩.১ বিধিমালা/প্রবিধানমালা প্রণয়ন: এ যাবৎ কমিশনের ০২ (দুই) টি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। কমিশনকে গতিশীল করার জন্য এ প্রতিবেদনের ৭ম অধ্যায়ের ৭.৩.১ ও ৭.৩.২ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহ প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ বছর ০৩ টি প্রবিধানমালার খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৯.৩.২ জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণ: কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম Need Based জনবল কাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৯.৩.৩ প্রশিক্ষণ: কমিশনের কর্মচারীদের আইন ও বিধি বিধান এবং অফিস ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে কর্মচারীগণ কমিশনকে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপদানে সক্ষম হবেন। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মচারীগণের বিদেশে প্রশিক্ষণেরও সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ট্রেনিং মডিউল তৈরি করা প্রয়োজন।

৯.৩.৪ এ্যাডভোকেসি: প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য আইনের সুফল এবং কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে দেশব্যাপী ব্যাপক অবহিতকরণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করতে হবে। এছাড়া সকল অংশীজন সমন্বয়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে ওয়ার্কশপ/সেমিনার/মতবিনিময় সভা ইত্যাদি আয়োজন করতে হবে।

৯.৩.৫ তথ্য ভান্ডার স্থাপন: প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাজারে বিদ্যমান ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট (সেক্টর ভিত্তিক) ধারাবাহিক ও হালনাগাদ তথ্য প্রয়োজন। গবেষণা, অনুসন্ধান, তদন্ত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয় ভিত্তিক বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োগ অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্যে একটি সফটওয়্যার ভিত্তিক আধুনিক ও সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার গড়ে তুলতে হবে।

৯.৩.৬ মার্কেট মনিটরিং ও মার্কেট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট গঠন: বাজারে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য/সেবার মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি সরেজমিনে যাচাই এবং বাস্তব তথ্য সংগ্রহের জন্য কমিশনের মার্কেট মনিটরিং ও মার্কেট ইন্টেলিজেন্স শাখা চালু করা প্রয়োজন।

৯.৩.৭ বাজার নির্ধারণ (Market Definition) সংক্রান্ত গাইডলাইন তৈরি: প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড চিহ্নিত ও নির্মূলের জন্য পণ্য ও সেবার বাজার নির্ধারণের লক্ষ্যে গাইডলাইন তৈরি করা অত্যন্ত জরুরী।

৯.৩.৮ কতৃত্বময় অবস্থান ও মার্জার-একুইজিশনের Threshold নির্ধারণ: বিশ্বের অনেক দেশেই কর্তৃত্বময় অবস্থান ও মার্জার-একুইজিশনের Threshold নির্ধারণ করা হয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার ও

মার্জার-একুইজিশনের Threshold নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৯.৩.৯ ডিজিটাল ইকোনোমির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা: ডিজিটাল ইকোনমির চলমান অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ না করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ বা নির্মূলের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৯.৩.১০ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদন: আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সংস্থা সমূহ এবং বিভিন্ন বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন দেশের উত্তম চর্চা (Best Practice), নতুন নতুন কর্মকৌশল এবং অভিজ্ঞতাসমূহ নিজস্ব পরিমণ্ডলে যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখবে। পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ ও সফর বিনিময় এবং MoU সম্পাদনের মাধ্যমে এ ধরনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৯.৩.১১ সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের সাথে কার্যক্রম বৃদ্ধি: বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, বাংলাদেশ টেলিরেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর/বিধিবদ্ধ সংস্থার সঙ্গে কমিশনের সহযোগিতামূলক ও পরামর্শমূলক কার্যক্রম বাড়াতে হবে।

৯.৩.১২ নিজস্ব ভবন তৈরী: বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২০১৭ সাল থেকে ভাড়া ভবনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে ভবনে ভাড়া বাবদ বছরে সরকারের এক কোটি টাকারও অধিক অর্থ ব্যয় হচ্ছে। পাশাপাশি কমিশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায়ও ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারের অর্থের সাশ্রয় এবং কমিশনের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য কমিশনের একটি নিজস্ব ভবন প্রয়োজন।

৯.৩.১৩ "Strengthening of the Bangladesh Competition Commission" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন: বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে "Strengthening of the Bangladesh Competition Commission" শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে যা সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির স্বার্থে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির বিভিন্ন Component অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন মর্মে কমিশন মনে করে।

দশম অধ্যায়

১০. মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

১০.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষ থেকে বছরব্যাপী কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। বিগত ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। মুজিব বর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষ থেকে গৃহীত বছর ব্যাপী কর্মসূচী নিম্নরূপ:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল।
- পাঁচটি সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকমণ্ডলীর সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন নিয়ে চেম্বারসমূহের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে এসএমই (Small and Medium Entrepreneurship) এর ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশিত মুক্তির সংগ্রাম অগ্রায়নের মাধ্যমে উচ্চ আয়ের দেশ গঠনে প্রতিযোগিতা আইনের প্রয়োগ বিষয়ক ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স/সেমিনার আয়োজন।
- LDC হতে টেকসই উত্তরণের মাধ্যমে SDG বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের বৃহৎ পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী এবং বিক্রেতাদের নিয়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজন।
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, পণ্য ও সেবার মান উন্নয়ন এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম আয়োজন।
- ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের প্রয়োজনে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসার উন্নয়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবসায়িক সংগঠনের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপের আয়োজন।
- ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বছর ব্যাপী গৃহীত কার্যক্রমসমূহের রেকর্ড সংকলন প্রকাশ।
- ১৭ মার্চ, ২০২১ জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যালয় স্থলে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর নবীন শিল্পীবৃন্দের অংশগ্রহনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

১০.২ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের কর্মসূচী

- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অফিস ভবনে ২৬ মার্চ, ২০২১ তারিখে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতির পিতার ছবি ও নামাঙ্কিত ব্যানার সম্বলিত বেলুন উড্ডয়ন।
- স্বাধীনতার চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ড্রপডাউন ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে ভবন সজ্জিতকরণ।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে কমিশন চত্বর ও অফিস আঙ্গিনায় সৌন্দর্যবর্ধন, সাজসজ্জা, আলোকসজ্জার ব্যবস্থা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আবক্ষ ভাস্কর্যসহ "মুজিব কর্নার" স্থাপন।
- কমিশনের ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন।

- বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকমণ্ডলীর সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে মতবিনিময় সভার আয়োজন।
- LDC থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য ব্যবসা বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন।
- অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার আয়োজন।
- কমিশনের পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী স্থাপন এবং প্রতিযোগিতা বিষয়ক বই, প্রকাশনা ইত্যাদির পাশাপাশি লাইব্রেরীতে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতির পিতার জীবন ও কর্ম সম্বলিত বই সংগ্রহ।
- কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।

১০.৩ মুজিব কর্নার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিব বর্ষ ২০২১ কে স্মরনীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কার্যালয়ে সম্মানিত চেয়ারপার্সন মহোদয়ের কক্ষের সামনে বিগত ৩০ জুন ২০২১ খ্রিঃ তারিখে মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ছবি এবং বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতাযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন বই ও প্রকাশনা কর্নারটিতে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

বিবিধ

১১.১। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন

তথ্য প্রাপ্তি মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানদণ্ডকে আরো কার্যকর করা যায়। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কমিশন জনগণের ক্ষমতায়নে অবাধ তথ্য প্রবাহে বিশ্বাসী। কমিশনের একজন পরিচালককে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং তা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ই-মেইল	যোগাযোগেরন ঠিকানা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব আনোয়ার-উল-হালিম উপপরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	ফোন: ০২-৫৮৩১৫৫৭৯ মোবাইল: +৮৮-০১৯১১১০৪৭৮৩ ই-মেইল: anwar_econo@yahoo.com	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা। www.ccb.gov.bd
আপীল কর্তৃপক্ষ	চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	ফোন: ০২-৫৮৩১৫৫৮৭ মোবাইল: ০১৭০৭০৬৬৬৬৯ ই-মেইল: chairperson@ccb.gov.bd	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা। www.ccb.gov.bd

১১.২। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও জিআরএস

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও জিআরএস বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। কমিশনে একটি অভিযোগ বাক্স রয়েছে যেখানে কমিশনের কোনো কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণ অভিযোগ জমা দিতে পারেন। এছাড়া কমিশনের ওয়েবসাইটে অভিযোগ কর্ণার সংযোজন করা হয়েছে।

১১.৩। কোভিড-১৯ সময়কালীন কমিশনের ভূমিকা/কার্যক্রম

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত নিদের্শনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনপূর্বক করোনাকালীন অফিস কার্যক্রম পরিচালনা, মামলার শুনানী, অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজ পরিচালনা, গবেষণা কার্যক্রম, এ্যাডভোকেসী ও প্রচার কার্যক্রমসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। করোনা সংক্রমণ থেকে সুরক্ষার লক্ষ্যে ক্ষেত্রবিশেষে ভার্চুয়াল সভা আয়োজনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণসহ কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২। এ সময়ে বাজারে যেন হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্কের সংকট সৃষ্টি না হয় সেজন্য এ দুটি পণ্যের বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

৩। পবিত্র মাহে রমজান ও কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যে যে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার কিংবা প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষ থেকে একটি জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি বিগত ১০ এপ্রিল ২০২১ তারিখ হতে ১৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখ পর্যন্ত “চ্যানেল২৪” টিভি স্ক্রলে প্রচার করা হয়।

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনার প্যাকেজসমূহের যথাযথ বিতরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Principles of Competitive Neutrality অনুসরনের জন্য সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংককে পত্র দেয়া হয়েছে।

৫। কোভিড-১৯ চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ওষুধ (যেমনঃ Remdisivir, Enoxaparin, Rivaroxaben, Dexamethasone, Tocilizumab ইত্যাদি) ও চিকিৎসা সামগ্রী (যেমনঃ মাস্ক, পিপিই, পালস অক্সিমিটার, অক্সিজেন সিলিন্ডার, অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ইত্যাদি) এবং কভিড-১৯ এর উপসর্গ জনিত বিভিন্ন ঔষধ (যেমনঃ Paracetamol, Antihistamine, Antibiotics ইত্যাদি) বাজারে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অস্বাভাবিক উচ্চমূল্যে বিক্রি হচ্ছে মর্মে বিভিন্ন

মাধ্যমে তথ্য পাওয়ায় ২০ মে ২০২১ তারিখে দৈনিক সমকাল ও দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বিষয়ক জরুরী গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে এবং এসব ঔষধ ও পণ্যসামগ্রী উৎপাদনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পত্র প্রদান করা হয়েছে।

৬। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন এবং প্রত্যেকের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি মনিটরিং করার জন্য কমিশনের সচিব এর নেতৃত্বে একটি ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়। ভিজিলেন্স টিম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

১১.৪। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমের ক্রমপঞ্জি

২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নোক্ত সারণীতে উল্লেখ করা হল:

ক্রমিক নং	তারিখ	কর্মসূচী
১	১৭-২১ জুলাই ২০২০	OECD-KPC web-workshop on health sector:16-21 July বিষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ
২	১৫ আগষ্ট ২০২০	টিসিবি মিলনায়তনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত শোক সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের যোগদান
৩	১৫ আগষ্ট ২০২০	স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল
৪	১৭-২০ সেপ্টেম্বর ২০২০	2020 Virtual Annual Conference এ অংশগ্রহণ
৫	০৭-০৮ অক্টোবর ২০২০	গণমাধ্যমকর্মীদের অংশগ্রহণে অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন।
৬	১০ অক্টোবর ২০২০	ডেভেলপমেন্ট জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (ডিজেএফবি) এর সাংবাদিকগণের অংশগ্রহণে অবহিকরণ কর্মশালা আয়োজন।
৭	১৯-২৩ অক্টোবর ২০২০	UNCTAD কর্তৃক আয়োজিত ৮ম UN set সম্মেলন
৮	০১ নভেম্বর ২০২০	‘‘প্রতিযোগিতা সাময়িকী”র ২য় প্রকাশনা প্রকাশ
৯	০৪ নভেম্বর ২০২০	“আলুর মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় গণবিজ্ঞপ্তি” প্রচার
১০	১৬ ডিসেম্বর ২০২০	OECD কর্তৃক আয়োজিত ৫ম মিটিং
১১	২১ ডিসেম্বর ২০২০	Cross Border Cartel Working Group গঠন
১২	২৩ ডিসেম্বর ২০২০	জাতির পিতার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ
১৩	২৩ ডিসেম্বর ২০২০	গোপালগঞ্জ সেমিনার আয়োজন
১৪	২৪ ডিসেম্বর ২০২০	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন
১৫	১২ জানুয়ারি, ২০২১	ময়মনসিংহে বিভাগীয় পর্যায়ের অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজন।
১৬	১৬ জানুয়ারি ২০২১	জোটবদ্ধতা সম্পর্কিত গণবিজ্ঞপ্তি
১৭	২০ জানুয়ারি ২০২১	নিত্য প্রয়োনীয় দ্রব্য সম্পর্কিত গণবিজ্ঞপ্তি
১৮	৩০ জানুয়ারি ২০২১	UNCTAD Model law on competition: Revision of chapter XIII সম্পর্কিত মতামত প্রদান
১৯	০২ ফেব্রুয়ারি ২০২১	ICN এর ICN Virtual Spotlight Leading your Agency through Change বিষয়ক ওয়েবিনার
২০	০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১	UNCTAD এর The Working Group on Cross-border Cartels মিটিং
২১	০৮ ফের্ব্রুয়ারি ২০২১	“মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা”
২২	০৯ ফের্ব্রুয়ারি ২০২১	সিলেট জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় পর্যায়ের অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজন।
২৩	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১	নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার

২৪	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১	ICN AEWG webinar on Compliance বিষয়ক ওয়েবিনার
২৫	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১	KFTC বিষয়ক internship experts Dispatch Program বিষয়ক
২৬	০১ মার্চ, ২০২১	১৩-১৬তম গ্রেডের ১৫ (পনেরো) জন কর্মচারী যোগদান
২৭	০২ মার্চ ২০২১	ICN Agency Effectiveness Working Group webinar on Digitalisation, Innovation and Agency Effectiveness বিষয়ক webinar
২৮	০২ মার্চ ২০২১	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়কে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ
২৯	০২ মার্চ ২০২১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ
৩০	১৪ মার্চ ২০২১	কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশন ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের মধ্যে খসড়া সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রদান।
৩১	১৪ মার্চ ২০২১	Competition Law and Digital Economy shaping a new Bangladesh শিরোনামে Article প্রকাশ
৩২	১৫ মার্চ ২০২১	ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বিষয়ক গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার
৩৩	১৫ মার্চ ২০২১	পবিত্র রমজান মাসে অসাধু ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক পেঁয়াজের বাজারে অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ ও সরবরাহে কারসাজি প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক সভা আয়োজন
৩৪	১৬ মার্চ ২০২১	চালের বাজারে অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ ও সরবরাহে কারসাজি প্রতিরোধ বিষয়ক সভা আয়োজন
৩৫	১৬ মার্চ ২০২১	ICN AEWG Economics Webinar on “Market Studies: Economist’s Perspective” অংশগ্রহণ
৩৬	১৭ মার্চ ২০২১	UNTAD এর Peer Review Working (WGPR) এর ৩য় সভায় অংশগ্রহণ
৩৭	২৬ মার্চ ২০২১	৩য় Working group এর প্রেক্ষিতে পিআর রিভিও প্রদান
৩৮	০৫ এপ্রিল, ২০২১	“পবিত্র রমজান উপলক্ষে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনদের ভূমিকা” শীর্ষক চট্টগ্রাম বিভাগীয় সেমিনার (ভার্চুয়ালি) আয়োজন
৩৯	১০-১৯ এপ্রিল, ২০২১	বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বজায় রাখার নিমিত্তে টিভিস্ক্রল প্রচার
৪০	১১ এপ্রিল ২০২১	চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, পেঁয়াজ, ছোলা, চিনি, খেজুর ইত্যাদি পণ্যের বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
৪১	১৩ এপ্রিল ২০২১	UNCTAD WG on cross border cartel (CBC) এর ২য় মিটিং
৪২	২৬ এপ্রিল ২০২১	UNCTAD এর বর্তমান Peer Review Procedure মতামত প্রদান
৪৩	১২ এপ্রিল ২০২১	বাজারে সুষ্ঠ প্রতিযোগিতা বিষয়ক গণবিজ্ঞপ্তি
৪৪	০৩ মে ২০২১	Peer Review Working (WGPR) এর ৪র্থ সভায় অংশগ্রহণ।
৪৫	২০ মে ২০২১	কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ঔষধের বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বিষয়ক জরুরী গণবিজ্ঞপ্তি
৪৬	২৭ মে ২০২১	UNCTAD এর Voluntary Peer Review কার্যক্রমের আওতায় প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Peer Review-র লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেনেভাস্থ বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে প্রেরণের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ
৪৭	১২ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর	ICN ২০তম বাৎসরিক সম্মেলন
৪৮	০২ জুন ২০২১	বাংলাদেশ টেলিভিশনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে চেয়ারপার্সন মহোদয় কর্তৃক মতামত প্রদান
৪৯	০৩ জুন, ২০২১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নবযোগদারকৃত সচিব সহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান
৫০	০৩ জুন, ২০২১	চীনের প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আলিবাবা কে দণ্ডারোপ বিষয়ক কর্মশালা

৫১	৪ জুন ২০২১	Expression of intest to be moderators and speakers for the AEWG session, and suggestion for projects for 2021-2022 AEWG work plan
৫২	০৯ জুন ২০২১	“Competition Law Regime in Bangladesh” শীর্ষক ওয়েবেনিয়ারে অংশগ্রহণ
৫৩	১৫ জুন ২০২১	বাংলাদেশে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা “(বেসরকারি হাসপাতাল ও বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টার)” এবং “কাঁচা, ওয়েট ব্লু, ক্রাস্ট ও ফিনিসড লেদার/চমড়া খাতের বাজার” সমূহে প্রতিযোগিতা পরিপন্থি কর্মকান্ড ও কর্তৃত্বময় অবস্থা বিরাজমান কিনা তা যাচাই ও সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার
৫৪	১৬ জুন ২০২১	জোটবদ্ধতা (Merger & Acquisition) সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি
৫৫	১৬ জুন ২০২১	দরপত্র জালিয়াতি (Bid Rigging) সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি
৫৬	১৬ জুন ২০২১	Current Process of UNCTAD Voluntary Peer Review on Competition and on Consumer Protection Laws and Policies বিষয়ে মতামত প্রদান।